NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিলুপ্তপ্রায় ভাদুগানের সাথে হারিয়ে যাচ্ছে সামাজিক বার্তার প্রকাশ

রক্তাক্ত, অর্ধনগ্ন নির্যাতিতাকে নিজের জামা দিয়েছিলেন পুরোহিত ৭

কলকাতা ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১১ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১১০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 29.9.2023, Vol.17, Issue No. 110, 8 Pages, Price 3.00

দিল্লি কর্মসূচির দিনে ফের অভিষেককে তলব ইডি-র

সম্পত্তির তথ্য-সহ ডাকা হল বাবা-মাকেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার সমন পাঠাল ইডি। এ বারও তাঁর পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক কর্মসূচির সময়েই। আগামী ২ এবং ৩ অক্টোবর বাংলার পাওনা চেয়ে দিল্লিতে ঘেরাও কর্মসূচির ঘোষণা করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। কর্মসূচি চলাকালীন অভিষেকেরও দিল্লিতে থাকার কথা। কিন্তু বৃহস্পতিবারই এক্স হ্যান্ডলে অভিষেক জানিয়েছেন, ইডি তাঁকে সেই সময়েই তলব করেছে। আগামী ৩ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টার সময়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হতে বলা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ওই সপ্তাহেই ডেকে পাঠানো হয়েছে। সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে হবে তাঁদের। অভিষেককে যে দিন ডাকা হয়েছে, সেই সপ্তাহেই অন্য এক দিন হাজিরা দিতে বলা হয়েছে অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তলব যে করা হয়েছে তা ইডি সূত্রে জানা গেলেও ঠিক কত তারিখে, কখন তাঁদের ডাকা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত সেই তথ্য মেলেনি।

অভিষেক বৃহস্পতিবার এক্সে নাম না-করে আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। তিনি লিখেছেন, 'ঠিক যখন বাংলার পাওনা চেয়ে আমাদের দিল্লিতে যাওয়ার কথা, সেই সময়েই তলব করা হল আমাকে। অতএব, বোঝা যাচ্ছে কারা আসলে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কারা ভয়ে কাঁপছে!' এর আগে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র কো অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম বৈঠকের দিন ডেকে পাঠানো হয়েছিল অভিষেককে। কমিটির সদস্য হিসাবে দিল্লিতে সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা ছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। বৈঠকে না গিয়ে ইডির সমনে সাড়া দিয়ে সল্টলেকে ইডির দপ্তরে হাজিরা দেন অভিষেক। দিল্লিতে তার চেয়ার ফাঁকা রেখে বৈঠক করেন 'ইন্ডিয়া'র কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্য সদস্যেরা। এ বারও দিল্লিতে তৃণমূলের ঘেরাও কর্মসূচির সময়েই ডেকে পাঠানো হল তাঁকে। অভিষেক সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, আগের বার তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন।

এই নিয়ে বেশ কয়েক বার ইডি ডেকে পাঠাল অভিষেককে। এর মধ্যে এক বার ইডির সমনে সাড়া দিল্লিতে হাজির হয়েছিলেন তিনি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূলের 'নবজোয়ার যাত্রা'র সময়েও তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় সিজিও কমপ্লেক্সে। কিন্তু প্রচারে ব্যস্ত থাকায় অভিষেক জানিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে ওই সময় প্রচার ছেড়ে ইডির দপ্তরে যাওয়া সম্ভব নয়। ভোট শেষ হওয়ার পর ইডি ডাকলে তিনি যাবেন বলে জানান। সেই মতো সেপ্টেম্বরের শুরুতে অভিষেককে ডাকা হয়। কিন্তু এ বারও তাঁর বৈঠক ছিল। অভিষেক অবশ্য কথা রাখেন। বৈঠকে না-গিয়ে ইডির দপ্তরে যান এবং বেরিয়ে বলেন, 'এই দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের নিট ফল শুধু শূন্য নয় মাইনাস টু। তবে আমাকে আবার ডাকলে আবার আসবে।' তার পর এক মাসও কাটেনি। তার মধ্যেই আবার সমন এসে পৌঁছল অভিষেকের কাছে।

অভিষেককে এ ভাবে বার বার তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির সময়েই ইডির ডেকে পাঠানো নিয়ে বৃহস্পতিবার সরব হয়েছে তৃণমূলও। নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে তৃণমূল। তারা লিখেছে, 'বিজেপি আর কত নীচে নামবে? প্রথমে তোমরা বাংলার মানুষের প্রাপ্য অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের নিপীড়ন করবে। আর এখন যখন বাংলার মানুষ তাঁদের অধিকারের দাবিতে আওয়াজ তুলছে, তখন তাদেরও চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিজেপি তাদের খাঁচায় ভরা টিয়া ইডিকে কাজে লাগিয়ে আবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে তলব করেছে আগামী ৩ অক্টোবর, যে দিন দিল্লিতে দলের ঘেরাও কর্মসূচি হওয়ার কথা।'

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'যা করা উচিত, অভিষেক মাথা উঁচু করে সেই পদক্ষেপই করবেন।' ইডি-র এই তলব প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনের বক্তব্য, বিজেপি ভয় পাচ্ছে বলেই অভিষেকের বিরুদ্ধে এইসব পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সঙ্গে এও বলেন, 'আরও একবার বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণতা প্রমাণ হল। বোঝা গেল বিজেপি অভিষেক-ফোবিয়ায় ভুগছে।'

এবার ডেঙ্গুর বলি বিধাননগর পুরনিগমের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ দমদমের পর এবার ডেঙ্গু নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে বিধাননগর পুরনিগমেও। কারণ, ফের সল্টলেকে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হল একজনের। মৃতের নাম প্রতিমা মণ্ডল। ১১৫ দত্তাবাদ মেন রোডের বাসিন্দা ছিলেন বছর বাহান্নর প্রতিমাদেবী। বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৫০ নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রতিমাদেবীর এদিন ডেঙ্গু শক সিন্ড্রমে মৃত্যু হয়। এর আগে বিধাননগরেরই ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের একজন মারা যান ডেঙ্গুতে।

প্রতিমাদেবীর ছেলে জানান, তিন চারদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন তাঁর মা। ডেঙ্গু পরীক্ষা করানো হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর বিধাননগর মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। এরপরই এই ঘটনা।

এদিকে বিধাননগর পুরনিগম সূত্রে খবর, এই মরশুমে এখনও অবধি প্রায় ১৮০০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে সল্টলেকের এ-ই ব্লকের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গুতে। জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পিনাক সরকার নামে ৬৬ বছরের ওই বৃদ্ধ। চলতি সপ্তাহেই মারা যান তিনি। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে এ-ই ব্লক।

গত মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তিনি জানান, সারা রাজ্যে ২ হাজার ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁর দাবি, ডেঙ্গু এখন ক্রমশ কমছে। তবে মশারি ব্যবহারে জোর দেওয়ার কথা বলেন তিনি। সামান্য জ্বর হলেই ফিভার ক্লিনিকে গিয়ে ডেঙ্গু পরীক্ষা করানোরও পরামর্শ দেন। তিনি জানান, ৫ লক্ষ মশারি বিলি করা হচ্ছে। খুব শীঘ্র ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে বলে আশাবাদী তিনি। আগামী ২ সপ্তাহে ডেঙ্গু অনেকটাই কমবে বলেও আশা মুখ্যসচিবের। আতঙ্কিত নয়, সতর্ক থাকার বার্তা দেন তিনি।

অবশেষে কাটল জট

শনিবার রাজভবনেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ধূপগুড়ির বিধায়কের

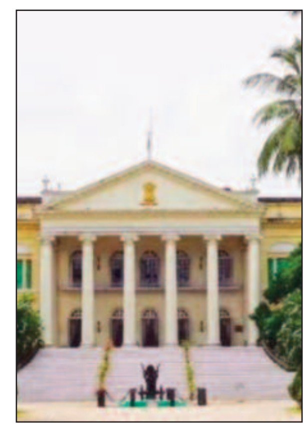

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে কাটল জট। ধূপগুড়ির বিজয়ী প্রার্থী শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা নিয়ে রাজভবনের আবদার মেনে নিল রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ রাজভবনেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চলল ধূপগুড়ির বিধানসভা উপনির্বাচনে জিতে গিয়েছেন তৃণমূলের নির্মলচন্দ্র রায়। কিন্তু বিধায়ক পদ শপথগ্রহণ এখনও হয়নি। এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে টানা বিতর্ক হয়েছে। রাজ্য-রাজভবন দফায় দফায় চিঠি চালাচালি হয়েছে। অবশেষে সেই জট কাটতে চলেছে। রাজভবন থেকে নতুন চিঠি গিয়েছে ধূপগুড়ির জয়ী তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে। নতনু করে দিনক্ষণ জানানো হয়েছে শপথগ্রহণের। শনিবার বিধায়ক পদে শপথ নেবেন ধূপগুড়ির মাস্টারমশাই নির্মলচন্দ্র রায়। রাজভবনের পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, শনিবার তাঁকে রাজভবনে গিয়ে বিধায়ক পদে শপথ নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ, রাজ্যপাল বোসই নির্মলবাবুর শপথবাক্য পাঠ করাতে চাইছেন। বৃহস্পতিবারই সেই চিঠি গিয়ে পৌঁছেছে মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে। তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। নির্মলবাবুর পরিবারের লোকেরা রাজভবনের পাঠানো ওই চিঠি গ্রহণ করেন। পরে নির্মলবাবু সেই চিঠি পড়ে যোগাযোগ করেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেবের সঙ্গে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, রাজভবনে শপথবাক্য পাঠ করানোর বিষয়টি মেনে নিয়েছে তৃণমূলের পরিষদীয় দল। বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আর জলঘোলা করতে চাইছে না তারা। সেই মতো নির্মলবাবুকে কলকাতার আসার জন্যও বলে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, শুক্রবারই কলকাতায় চলে আসবেন ধূপগুড়ির বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী।

আজ থেকে দুর্যোগের পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হয় প্রবল বৃষ্টি, না হলে অসহ্য গরমে গত কয়েকদিনে একেবারে নাজেহাল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলা। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আবারও গরম কমবে। তবে পুজোর মুখে দুর্যোগের পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বাংলা-ওড়িশার দিকে আসছে নিম্নচাপ। এর জেরে শুক্রবার থেকেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হবে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায়। শুক্রবার দুই জেলায় ও শনিবার ছয় জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মূলত উপকূল ও পশ্চিমের জেলাতেই বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর জেলায়। শনিবার বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায়। একইসঙ্গে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মায়ানমার লাগোয়া পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবারের মধ্যে সেটি শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে। আবহবিদরা বলছেন, পরে তা দক্ষিণবঙ্গ লাগোয়া উত্তর ওড়িশা অভিমুখে এগোবে। মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির হাত ধরে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। এরই পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। বুধবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি এবং বৃহস্পতিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৯২ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬৩ শতাংশ।

তবে এই বৃষ্টির খবরে কপালে ভাঁজ কুমোরপাড়ায়। এদিকে জায়গায় জায়গায় পুজোর প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে। কুমোরটুলিতে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। বহু প্রতিমায় রঙের প্রলেপ পড়ে গিয়েছে। কারণ, এমন বৃষ্টিতে প্রতিমার রং শুকনোর কাজে ব্যাঘাত যে ঘটবে, তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে এমন বহু ছোট দোকান আছে, যেখানে মূর্তি তৈরির সম্পূর্ণ কাজই দোকানের সামনে ফাঁকা কোনও জায়গায় চলে। একেবারে রাস্তার ধারে। এমন অকাল বর্ষণ হলে কুমোরদের চিন্তা বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। ফলে সব মিলিয়ে এই বৃষ্টিতে পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা থাকছেই।

মণিপুরে আফস্পার মেয়াদ বৃদ্ধিতে প্রতিবাদ শর্মিলা চানুর

ইম্ফল, ২৮ সেপ্টেম্বর: বুধবার মণিপুরের কুকি-জো জনজাতি অধ্যুষিত পাহাড়ি এলাকাগুলিতে আফস্পার মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে পরবর্তী ছ'মাস এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

গোষ্ঠীহিংসা দীর্ণ মণিপুরে নতুন করে 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' ('আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' বা আফস্পা)-এর মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে খুশি নন ইরম শর্মিলা চানু। মণিপুরের মেয়ে, সমাজকর্মী শর্মিলা বৃহস্পতিবার বলেন, 'গোষ্ঠী-সংঘাত ঠেকাতে ওই দমনপীড়নের আইন ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত কোনও মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

মণিপুর থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবিতে বিশ্বের ইতিহাসে দীর্ঘতম অনশনের নজির গড়ছিলেন শর্মিলা। ২০০০ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৬-র অগস্ট পর্যন্ত টানা ১৬ বছর ধরে জোর করে নাকে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল প্রশাসন। অনশন প্রত্যাহারের পরেও মণিপুর-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবিতে ধারাবাহিক প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। শর্মিলা বৃহস্পতিবার বলেন, 'আফস্পা জারি করে কোনও ভাবেই মণিপুরে শান্তি ফেরানো যাবে না।'

বুধবার মণিপুরের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে আফস্পার মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে পরবর্তী ছ'মাস এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আফস্পা-তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে ইম্ফল উপত্যকার মেইতেই জনগোষ্ঠী প্রভাবিত ১৯টি থানা এলাকাকে। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণেই বেছে বেছে কুকি-জো জনজাতি প্রভাবিত পাহাড়ি এলাকাগুলিতে আফস্পা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মণিপুরের বিজেপি সরকার। অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডের কিছু এলাকাতেও বাড়ানো হয়েছে আফস্পার মেয়াদ।

কয়েক সপ্তাহ আগে কুকি-জো জনজাতির সংগঠন 'কমিটি অফ ট্রাইবাল ইউনিটি' (সিওটিইউ) কেন্দ্রের কাছে ইম্ফল উপত্যকার সব জেলাতেই আফস্পা ফেরানোর দাবি তুলেছিল। এর পাশাপাশি, সংগঠনটির মণিপুরের কুকি এবং নাগা অধ্যুষিত পাহাড়ি অঞ্চলের নিরাপত্তায় আবার অসম রাইফেলস মোতায়েনের দাবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু মেইতেই প্রভাবিত মণিপুর সরকার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সেই দাবি কার্যত অগ্রাহ্য করেছে। এর নেপথ্যে 'রাজনৈতিক অঙ্ক' রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে জঙ্গি তৎপরতা মোকাবিলার জন্য সেনাবাহিনীর হাতে বাড়তি ক্ষমতা তুলে দিতে ১৯৫৮ সালে আফস্পা আইন জারি করেছিল কেন্দ্র। গত বছরের গোড়া পর্যন্ত উত্তর-পূর্বে এখন গোটা অসম, নাগাল্যান্ড, রাজধানী ইম্ফল বাদে মণিপুরের বাকি এলাকা এবং অরুণাচলের তিন জেলায় আফস্পা বলবৎ ছিল। এর পর ধাপে ধাপে অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের পর্ব শুরু করে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

স্পেন থেকে শিল্প গড়ার ঘোষণা

শহরে ফিরে নিন্দুকদের কড়া জবাব সৌরভের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্পেন থেকে শিল্প নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। নিদের রাজ্য ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে এই ঘোষণা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। কেন তিনি হঠাৎ স্পেন থেকে এই ঘোষণা করতে গেলেন? কলকাতায় ফিরে নিন্দুকদের এবার কড়া জবাব দিলেন সৌরভ। বৃহস্পতিবার কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে সৌরভ বলেন, 'আমি এক জন স্বাধীন ব্যক্তি। কোনও বিধায়ক, সাংসদ নই। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। যেখানে ইচ্ছা হবে সেখানে যাব। অনেকেই অনেক জায়গায় যায়। আমার কাছে কলকাতা, দিল্লি, স্পেন সব এক। আমরা পশুদের সমাজে বাস করি না। আমরা মানুষ, একে অপরের সঙ্গে মতের আদানপ্রদান করি।' ১৩ সেপ্টেম্বর স্পেন গিয়েছিলেন সৌরভ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পেন সফরে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই ১৫ সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানে সৌরভ ঘোষণা করেছিলেন যে, আগামী পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে মেদিনীপুরে তাঁর দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানাটি তৈরি হতে চলেছে। সৌরভ বলেছিলেন, 'নতুন স্টিল প্ল্যান্টটি মেদিনীপুরে তৈরি হচ্ছে। ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার কাজে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আশা করি, আগামী এক বছরের মধ্যেই তা চালু হয়ে যাবে।' স্পেন থেকে সৌরভের সেই ঘোষণার পর নিন্দকেরা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, বাংলার শিল্পের ঘোষণা কেন বিদেশ থেকে করা হল? বৃহস্পতিবার সৌরভ বলেন, 'আমার কোনও রাজনৈতিক লক্ষ্য নেই। আমি কারও কাছে উত্তর দিতে বাধ্য নই।' সৌরভ জানিয়েছেন যে দেড় বছরের মধ্যে ইস্পাত কারখানাটি তৈরি হয়ে যাবে। তিনি বলেন, '১৬-২০ মাসের মধ্যে বাংলায় নতুন ইস্পাত কারখানাটি হবে। বাংলার অনেকে কাজ পাবে। আমি সকলকে বলব সেখানে কাজ পাওয়ার চেষ্টা করতে।'

প্রয়াত 'সবুজ বিপ্লবে'র জনক

চেন্নাই, ২৮ সেপ্টেম্বর: প্রয়াত প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন। দেশে 'সবুজ বিপ্লবে'র জনক স্বামীনাথনের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ের বাড়িতে জীবনাবসান হয় তাঁর। স্বামীনাথনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৭১ সালে রমন ম্যাগসাইসাই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় তাঁকে। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ এবং পদ্মবিভূষণ পুরস্কারেও ভূষিত হন তিনি। *বিস্তারিত দেশের পাতায়*

দাসনগরের কারখানাতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার দাসনগরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটেডের কারখানায় আগুন লাগল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কীভাবে আগুন লাগল তা স্পষ্ট নয়। অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে। দমকল সূত্রে খবর ওই কারখানার হিট ট্রিটমেন্ট ইউনিট থেকেই এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আগুন লাগার ঘটনার কথা জানতে পেরেই দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। স্থানীয় বাসিন্দা ভোলানাথ সেন জানান, আগুন লাগার খবর জানতে পেরেই দমকলের ইঞ্জিন চলে আসে। দ্রুত আগুন নেভায় তারা। সাময়িকভাবে আতঙ্ক ছড়ালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

Sk Muktar Rahaman, S/o- Sk Fajlul Kader and Muktar Khursed, S/o- Fajlur Kader, R/o- Chhattraganj, Chandrakona, Paschim Medinipur is the self one and same identical person vide affidavit no.- 28 sworn before Ld. A.C.J.M.(1st Class) at Ghatal on 11/05/23.

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২০২৩ 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া, কোর্টে L/50 নং এফিডেভিট বলে আমি Sharmila Pramanik D/o. Kartik Pramanik নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Ayesha W/o Sk Afroj নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

CHANGE OF NAME

I Mahfooz Alam S/O Manzoor Alam R/O 13/3 Jodhan Singh Road, PO & PS Rishra, Hooghly, Pin-712248, Vide Affidavit (10292) Dated 26/09/2023 in the court of LD Judicial Magistrate 1ST Class Serampore, I declare that my father's name Manjoor Alam and Manjur Alam both are same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে সেপ্টেম্বর, শুক্র বার ১১ই আশ্বিন, পূর্ণিমা তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ বৃহস্পতি বুধ অনুকূলে আছে। আজ জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ব্যাবসায়ী অধ্যাপক চিকিৎসক ব্যাবসায়ীদের জন্য অতীব শুভ দিন। কোনো প্রতিষ্ঠিত পুরুষ বা মহিলা দ্বারা কিছু সুযোগ বৃদ্ধি। ভাগ্য প্রবর্তনশীল চাকরি ছাড়বেন ভাবছেন, বাবসাতে শুভ হবে। তবে গ্রহ অবস্থান দেখে নিয়ে কাজ করুন।

বৃষ রাশি : আজ একটু বেগ পেতে হবে। দিনটি কষ্টকর। কর্ম ক্ষেত্রে আপনার বস আপনার ওপর সন্তুষ্ট নয়। বিবাহিত জীবন আজ সুখকর নয়। গুপ্ত কথা প্রকাশে আস্তে পারে। যে মহিলাকে আপন করতে চাইছেন তিনি কি আপনার সত্যি করের আপন। কষ্টসহিষ্ণুতা আপনার একটি মহৎ গুন্। একটু ধৈর্য ধরুন সময় আসবে।

মিথুন রাশি : আপনার উদারতা এবং পরদুঃখ কাতরতা আজ আপনাকে সম্মান পাইয়ে দেবে। প্রতিপত্তি বিস্তার হবে ,নাম,যশ বৃদ্ধি হবে। যারা প্রশাসন বিভাগে কাজ করছেন তারা মন কে স্থির করুন আজ আত্ববিশ্বাস বৃদ্ধি হবে বিশেষ লাভ পাবেন।

কর্কট রাশি : আজ আপনার অদ্ভুত খেয়ালের জন্য সম্মান প্রাপ্তি নিশ্চিত। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতা, ভাবপ্রবণতা, দ্বারা সকলের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ হবে। যে মানুষরা আপনার সান্নিধ্য পেতে চায়ে তাদের থেকে আজ শুভত্ব প্রাপ্তি হবে। প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম পাওয়ার নেশা আজ আপনার মধ্যে কিছু ভালো তৈরী করবে।

সিংহ রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। আজ আপনার উদ্দীপনা, সাহসিকতা, সবার প্রশংসা কুড়োবে। বন্ধু ভাগ্য ভালো। আজ সহজেই বন্ধুত্ব লেভার দ্বারা শুভ হবে। আপনি যেমন বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন আজ এই রকমই কয়েকজন বন্ধু আপনার পশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

কন্যা রাশি : ভবিষৎ সম্পর্কে আপনার উদাসীনতা আজ কোনো মানসিক দুঃখ দিতে পারে। ঠিকাদারি কাজে যারা আছেন আজ কোনো ক্ষতির সোমুখহীন হতে পারেন। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন।

তুলা রাশি : শিক্ষক উপদেষ্টা সরকারি বেসরকারি কর্মচারী দের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আটকে থাকা কোনো কাজ হটাৎ হয়ে পরবে । পরিবারে আপনার বুদ্ধির দ্বারা দীর্ঘদিনের আটকে থাকা জট আজ খুলতে পারে। নিখুঁত ভাবে কাজ করার জন্য আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধ হবে কর্ব্মক্ষেত্রে।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে করোতোবে গাফিলতিও করলেও আজ এমনি এক শুভ দিন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনার প্রশংসা করবে। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে না রেখে আজ গুপ্তত শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবেন। আয়কর বিক্রয়কর সামাজিক বিবাদের কাজ শস্য জাতীয় বিভাগের কাজের আজ আর্থিক লাভ নিশ্চিত। যারা কারিগরি বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছেন তাদের আজ শুভ দিন।

ধনু রাশি : বৃহস্পতির কৃপা পাবেন আজকে। উদারতা ও ক্ষমা আপনার এই দুই মহৎ গুনের জন্য আজ আপনি সম্মান পাবেন। সমাজ সেবায় সুনাম হবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। সাহিত্য চর্চা, ও স্টেশনারি দোকান যাদের আছে তাদের আজ শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ পরিবার পরিজন থেকে ছোট ঘটনা নিয়ে বড়ধরণের বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেব দেবীর মন্দিরে না গিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। শশুর তৃতীয় ব্যাক্তি দ্বারা আজ মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। মন সন্দেযুক্ত হওয়ার কারণে যার উপর সন্দেহ করছেন তিনি কিন্তু সন্দেহের উর্ধে। বিশ্রাম নিন তবে অতি বিশ্রামে শরীর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি : ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। নৈরাশ হতাশা কেটে সন্তান এবং পরিবারের সদসদের ব্যাবহারে আনন্দ বৃদ্ধি। যেহেতু শুভ দিন সেহেতু আজ কিছু বড়ো কাজ করবেন ভেবেছিলেন সেটি শুরু করতে পারেন। শশুর বাড়ির কোনো বয়স্ক সদস্যের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। ফোন,ফ্যাক্স দ্বারা কোনো যোগাযোগে অর্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত।

মীন রাশি : পরিবারে বিতর্ক বিবাদ বিসংবাদ চলবে। ধৈর্য সহ পিত মাতার কথা শুনলে সমস্যার পথ বেরোবে। বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো স্পিরিচুয়াল গুরুর বাককে সমর্থ করার জন্য লাভ প্রাপ্তি। সন্তাননেই সফলত্যে আনন্দ প্রাপ্তি। গুপ্ত শত্রুর মোকাবিলা করে রুখে দিতে পারবেন। সিংহ, কন্যা, ও কুম্ভ রাশির জাতক থেকে সতর্কপ থাকুন । ধৈর্য ধরলে পরিবার থেকে বড়ো রকমের সমস্যা থেকে মুক্তি।

(রানি রাসমনির ভূমিষ্ঠ দিবস। মাতঙ্গিনী হাজরা শহীদ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মাঝ সমুদ্রে নৌকো ও ট্রলারডুবি আটকাতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার মাঝ সমুদ্রে নৌকো ও ট্রলারডুবির ঘটনা আটকাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, 'ইসরো'-র থেকে প্রযুক্তি সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রলারে দুর্ঘটনা ঠেকাতে ইসরোর উদ্ভাবিত এই দ্বিপাক্ষিক যোগযোগ বা 'টু ওয়ে কমিউনিকেশন' প্রযুক্তি বিশেষভাবে কার্যকর। এর মাধ্যমে ট্রলারে বিশেষ ধরনের ডিভাইস বসানো হবে। যার দ্বারা মৎস্যজীবীরা ট্রলার থেকে লাগাতার উপকূলের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন।

মাঝসমুদ্রে বিপদ বা দুর্ঘটনায় পড়লে ডিভাইসে লিখে অথবা ভয়েস মেসেজের মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত ট্রলারের চালকরা সহজেই বার্তা পাঠাতে পারবেন। পাইলট প্রকল্প হিসেবে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা, শঙ্করপুর, পেটুয়াঘাট, শৌলা মৎস্যবন্দর ও মৎস্য আহরণ কেন্দ্রে ২০টি ট্রলারে প্রাথমিকভাবে এই ডিভাইস বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শংকরপুর-সহ বেশ কিছু জায়গায় তৈরি করা হচ্ছে কন্ট্রোলরুম। দিঘা মোহনায় ট্রলারের কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরে এই বিষয়ে বিশদ প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বহু বছর ধরে মাঝ সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বিভিন্ন কারণে দুর্ঘটনায় পড়ে ট্রলারগুলি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাণে বেঁচে ফিরে আসতে পারলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাণহানি ঘটে। এই কারণে অনেকদিন ধরে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় থেকে নিরাপত্তার দাবি উঠছিল। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই ইসরোর কাছ থেকে এই প্রযুক্তি আমদানি করা হয়েছে।মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী বলেন, 'এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইসরো-র শরণাপন্ন হয় রাজ্য মৎস্য দপ্তর। ইসরো এই ব্যাপারে আমাদের প্রশিক্ষণ দেবে। তারপর আমরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ দেব। মাছ ধরতে গিয়ে গভীর সমুদ্রে বিপদের সম্মুখীন হলে কী করবেন অনেক সময় স্থির করে উঠতে পারেন না ট্রলারের কর্মীরা। ফলে বাকি মৎস্যজীবীদেরও বিপদে পড়তে হয়।তার জন্যই এই প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী হওয়া। এই ডিভাইসের মাধ্যমে টু ওয়ে কমিউনিকেশন অর্থাৎ দু'তরফের মধ্যে যোগাযোগ এবং তথ্য আদানপ্রদান চলবে।'

আর এই খবর পেয়ে খুশি মৎস্যজীবীরা। এই বিষয়ে এক মৎস্যজীবী জানান, 'উত্তাল সমুদ্রে একবার আটকে গেলে বাঁচার রাস্তা থাকে না। একমাত্র কপাল ভালো থাকলে বেঁচে ফেরা যায়। এতদিন প্রাণ হাতে নিয়ে মাছ ধরতে যেতাম। এবার বাঁচার আশা নিয়ে মাঝ সমুদ্রে যাব মাছ ধরতে।'

গৃহহীন বা ভবঘুরেদের আশ্রয়কেন্দ্র তৈরিতে গতি আনতে চায় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার শহরাঞ্চলের গৃহহীন, ফুটপাতবাসী বা ভবঘুরেদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র তৈরির কাজে গতি আনতে উদ্যোগী হয়েছে। চলতি বছরেই সারা রাজ্যে এধরণের ১০৯ টি আশ্রয় কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ৭০ টি কলকাতায়। জাতীয় শহর জীবিকা মিশনের আওতায় গোটা রাজ্যে এই ধরণের ৫৫ টি আশ্রয় কেন্দ্র গড়ার কাজ শেষ হয়েছে। আরও ৪৪ টি গড়ার ব্যাপারে সরকারি ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

যে সমস্ত গরিব-আশ্রয়হীন মানুষ রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, ফুটপাথে দিন কাটান তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে এই কেন্দ্রগুলি তৈরি করা হচ্ছে। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট প্রতিটি কেন্দ্র তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় দেড় কোটি টাকা। সেখানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পরিশ্রুত পানীয় জল শৌচালয়ের সুবিধা থাকছে। পাশাপাশি তাঁদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। পুরসভাগুলি নৈশ অভিযান চালিয়ে এই আশ্রয়ে থাকার উপযুক্ত মানুষদের চিহ্নিত করবে।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কলকাতায় ভবঘুরের সংখ্যা প্রায় হাজার তিরিশেক। তবে, তৎকালীন বাম সরকারের আমলের এই হিসেব নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি একটি নতুন সমীক্ষা হয়। কলকাতা পুলিশ সেই সমীক্ষা করে। দেখা যায়, ভবঘুরের সংখ্যা ৭২০০। কিন্তু শহরে ফুটপাতবাসীদের রাখার জন্য বর্তমানে যে নাইট শেল্টার আছে, তার শয্যা সংখ্যা মাত্র ৬৫০। তাই নতুন নাইট সেল্টার বাড়ানোর কাজে গতি আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নবী দিবসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃহস্পতিবার নবী দিবসের দিনে ঘুচে গেল ধর্মের বেড়াজাল। ভেদাভেদ ভুলে সকলে মিলিত হয়ে নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর ১ নম্বর মসজিদ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। রক্তের সংকট মোচনে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাতে হাত মেলালেন হিন্দুরাও। নবী দিবসের দিনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলো উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার অন্তর্গত ইছাপুর ১ নম্বর মসজিদ পাড়া। উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করলেন, মানুষের প্রাণ বাঁচাতে রক্তদানের চেয়ে বড় কাজ আর পৃথিবীতে নেই। সাংসদের কথায়, নবী সাহেব মানুষের সেবা করার কথা বলতেন।

নবী সাহেবের সেই আদেশ মেনে মসজিদ কমিটির তরফে এদিন রক্তদান শিবির করা হল। সাংসদ এদিন দাবি করলেন, পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য। যেখানে রক্তদান উৎসব হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। অপরদিকে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ মসজিদ কমিটির উদ্যোগের তারিফ করলেন। পবিত্র নবী দিবস উদযাপন উপলক্ষে এদিন শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘিদাহ নবোদয় সংঘের রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন সাংসদ অর্জুন সিং-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

১৪ মিনিটেই পরিষ্কার করা যাবে বন্দে ভারতের মতো ট্রেন: পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বন্দে ভারতের সেমি হাইস্পিড ট্রেনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মাত্র ১৪ মিনিটই যথেষ্ট, এমনই অদ্ভুত ব্যবস্থাপনার কথা জানাচ্ছে পূর্ব রেল।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের রেকের গুণগত পরিচ্ছন্নতার জন্য একটি অনন্য ব্যবস্থা নিয়েছে পূর্ব রেল, যার পোশাকি নাম ভারতীয় রেলের 'অন্য প্রান্তের টার্মিনাল স্টেশন', ভারতীয় রেল '১৪-মিনিট মিরাক্যাল' ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে চলেছে। ১ অক্টোবর ২০২৩ থেকে সমস্ত ভারতীয় রেলে গৃহীত হতে চলেছে নয়া প্রকল্প। 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানের অংশ হতে চলেছে এটি।

এই প্রকল্পে প্রান্তিক স্টেশনে সমস্ত যাত্রীদের সময়মতো নামানো নিশ্চিত করার পরে, '১৪-মিনিটের মিরাক্যাল' অনুশীলন শুরু হবে। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা মসৃণ করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি তালিকার উপর ভিত্তি করে কাজ করা হবে। '১৪ মিনিটের অলৌকিক' পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম আরও বিশ্লেষণ এবং প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়ার জন্য সঠিকভাবে নথিভুক্ত করা হবে। রেলের গৃহীত সর্বোত্তম অনুশীলনের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি একমাস পরে আরও উন্নত করা হবে।

এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করার জন্য বন্দে ভারত ট্রেনে ২৪ জনের একটি দলকে নিযুক্ত করা হবে। এই দলটি ৮ টি ভাগে বিভক্ত হবে। প্রতি দলে ৩ জন সাফাইকর্মী নিযুক্ত থাকবে।

প্রতিটি কামরার জন্য তিন জন কর্মী থাকবেন। প্রথম জন কামরার মধ্যে ৬ মিনিটের মধ্যে আবর্জনা সাফাই করবে। দ্বিতীয় জন কামরার মধ্যে ধুলো পরিষ্কার করার কাজ ৪ মিনিটে সমাপ্ত করবে। তৃতীয় কর্মী বাইরে থেকে কামরার কাঁচের জানালা পরিষ্কার করার কাজ ৪ মিনিটে সম্পূর্ণ করবেন।

কাজ শুরু করার আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজার সম্পূর্ণ কাজের বিবরণ জানাবেন ওই দলের সামনে, এমনটাই পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

তিল চুরির অভিযোগে গাছে বেঁধে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গাছে বেঁধে দুই জন দুষ্কৃতীকে গণধোলাই। আর সেই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের বেতমনি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিল চুরির অভিযোগে দুই জনকে ধরে গণধোলাই দিয়ে গাছে বেঁধে রাখে উত্তেজিত গ্রামবাসী। পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয় তারা। পরে তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় থানায়। তবে দু'জনকে ধরে ফেললেও বাকি দু'জন পালিয়ে গেছে। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তবে তারা পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানার লদীপুর এলাকা থেকে এসেছিলেন।

জানা গেছে,বৃহস্পতিবার বেলার দিকে চারজন মোটর বাইকে করে গোঘাটের বেতমনি এলাকায় এসেছিলেন তিল কেনার উদ্দেশ্যে। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মৃণাল কান্তি ঘোষের কাছে এসেছিলেন তারা। তিল কেনার সময়ে দরদাম করতে থাকেন উভয়েই। তখন পাশেই মৃণালের স্ত্রী তিল নিয়ে ঝাড়াই বাছাই করছিলেন। তারা দু'জন মৃণালের সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে দরদাম করে তাকে ব্যস্ত রাখে। আর এই সুযোগেই তাদের মধ্যে দুজন একটি বড় বস্তার তিল নিয়ে মোটর বাইকে চেপে পালায়। সেই দৃশ্য দেখে মৃণাল বাবু সহ এলাকার বাসিন্দারাও চিৎকার করতে থাকেন। ততক্ষণে তারা পালিয়ে যান। কিন্তু দু'জন সেখানেই থেকে যাওয়ায় তারাও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন গ্রামবাসীরাই তাদের দু'জনকে তাড়া করে ধরে ফেলে গণধোলাই দিতে থাকে। পরে তাদের গাছে বেঁধে রেখে গোঘাট থানায় খবর দেন তারা। পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে। জানাগেছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার লদীপুর থেকে এসেছিলেন সেখ নাসির উদ্দীন, আবুল হোসেন, শেখ নাজির আর শেখ বসির। তারা মোটর বাইকে আসেন। কিন্তু তিল কেনার নাম করে একটি বড় তিলের বস্তা নিয়ে পালিয়ে যায়। আর এরপরেই তাদের ধরে গণপিটুনি দেওয়া হয়। ধৃত শেখ নাসিরুদ্দিন বলে, আমরা তিল কিনতেই এসেছিলাম। তিল চুরি করতে নয়। আমাদের সঙ্গে দু'জন লেবার ছিল। তারাই এই কাণ্ড ঘটায়। আমরা দোষী নই।

এক সন্ধ্যায় সুবোধ সরকারের আপ্লুত আলাপন

কলকাতা: বাংলা কবিতার ইতিহাসকে আবার পুনর্মূল্যায়ন করলেন বিশিষ্ট আমলা আলাপন বন্দোপাধ্যায়। বুধবার অবনীন্দ্র সভাঘরে 'এক সন্ধ্যায় সুবোধ সরকার' বিশিষ্ট কবিকে নিয়ে তিনি সারগর্ভ আলোচনা করেন। তিনি বলেন

রবীন্দ্র পরবর্তি যুগ থেকে শুরু করে বিষ্ণুদেব, বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশ এঁর পর জনপ্রিয় কবিদের উদ্দাম সময়ের কথা। তুলে ধরেন ৪০-৫০ দশকের সেই উদ্দাম কবিতাময় যুগের চিত্রকে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুচারুভাবে সমৃদ্ধ সেই সময়কে। নতুন একটি যুগ তৈরি করেছিলেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। ৫০ বা ৬০ দশক গড়িয়ে ৭০-৮০ দশকে কবি সুবোধ সরকারের উজ্জ্বল উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যে সমাজকে ঋদ্ধ যে করছে সেই কথাটি বলেন আলাপন বন্দোপাধ্যায়। সুবোধের কবিতায় উঁকি মারে সংগ্রাম ও বিদ্রোহ। তাহার মননশীল লেখনী উদীয়মান কবিদের অনুপ্রানিত করে। বলা ভাল কবির শক্তিধর জ্ঞানগর্ভ লেখা সমাজের সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে বাংলার কবিতার ইতিহাসের সাথে জুড়ে রয়েছে। অন্যদিকে কবি সুবোধ সরকার আক্ষেপের সুরে বলেন কবিতা লেখা বিপদজনক হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, 'প্রতিবাদের কবিতা লিখলে বিপদ, না লিখলেও বিপদ। কারণ তাঁকে অনেকেই ফোন করে হুমকি দেয়। সুবোধের কবিতায় প্রতিবাদের ভাষা যে আঁচড়ে পড়ে, সৃষ্টিশীল লেখনী সমাজকে সমৃদ্ধ করে। ফলে আড়ালে আবডালে তাঁকে প্রতিনিয়ত ভাষার গুন্ডামি হজম করতেই হয়। সামাজিক মাধ্যমের একাংশ কবিকে ছেড়ে কথা বলছেন না। সব মিলিয়ে তিনি একটি প্রতিবাদী চরিত্র, কবি সুবোধ সরকার। আবহমান বা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিচিত ট্রোপ কবি সুবোধ সরকার।

এ দিন কবির লেখা কয়েকটি কবিতা ধরে ধরে আলোকপাত করেন প্রাক্তন আমলা। তাঁর প্রিয় কবিতাও পাঠ করেন তিনি। এছাড়াও, অনুষ্ঠানকে ঘিরে কবি সুবোধ সরকারের লেখা 'একটি কুকুরের বায়োডাটা', 'সুকান্ত আপনাকে', 'বোবা' ও 'এক কনস্টেবলের চিঠি' কবিতাগুলি পাঠ করেন সাহিত্যপ্রেমীরা। সভাকক্ষ সমৃদ্ধ হয় উদীয়মান ও প্রতিষ্ঠিত কবিদের উপস্থিতি।

পুজোর আগেই কুলিদের নতুন পোশাক দিল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেরেকেটে ২৬ দিন। তারপরেই শারোদৎসবে মাতবে বাংলা। উৎসব মানেই নতুন পোশাক, রকমারি খাবার, অনেক আনন্দ। পুজোর আগে বুধবার হাওড়া স্টেশনের লাইসেন্স প্রাপ্ত কুলিদের হাতে নতুন ইউনিফর্ম তুলে দেওয়া হল। হাওড়া স্টেশনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পোশাক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার ডিআরএম সঞ্জীব কুমার ও রেলের অন্যান্য কর্তারা । ডিআরএম ৬০৫ জন লাইসেন্সড কুলিদের মাথা পিছু ৩ টি করে নতুন ইউনিফর্ম তুলে দেন। ডিআরএম সঞ্জীব কুমার জানান, 'হাওড়া ডিভিশনের অধীনে থাকা হাওড়া স্টেশন-সহ অন্যান্য স্টেশনগুলির মোট ২,৩৫০ জন লাইসেন্সড পোর্টারের হাতে মাথাপিছু ৩ টি করে ইউনিফর্ম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রেলের তরফে । এরই অঙ্গ হিসেবে এদিনের এই অনুষ্ঠানে হাওড়া স্টেশনের মোট ৬০৫ জন লাইসেন্সড পোর্টারদের মাথা পিছু ৩ টি করে নতুন ইউনিফর্ম তুলে দেওয়া হল।' পুজার আগে নতুন পোশাক পেয়ে খুশি কুলিরা।

এভারেডি বাজারে নিয়ে এল উন্নততর প্রযুক্তির আল্টিমা অ্যালকালাইন ব্যাটারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যাটারির বাজারে ৫০ শতাংশেরও বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে ভারতের ১ নম্বর ব্যাটারি ব্র্যান্ড এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড।

এবার তারা বাজারে নিয়ে এল তাদের নতুন এবং আরও উন্নত আল্টিমা অ্যালকালাইন ব্যাটারির সম্ভার।

এই সম্ভারে রয়েছে এএ এবং এএএ এভারেডি আলিমা ব্যাটারি। এভারেডি আল্টিমা লঞ্চ করা হয়েছে 'খেলেঙ্গে তো শিখেঙ্গে'-এই ক্যাম্পেনের মাধ্যমে।

এই ক্যাম্পেন নতুন এবং উন্নততর ব্যাটারির সম্ভার আল্টিমাও প্রকাশ করে, যাতে আছে খেলনা এবং গ্যাজেট ৪০০ শতাংশ বেশিক্ষণ চালানোর শক্তি। এভারেডির যে ব্যাটারি আপাতত বাজারে মিলছে তার থেকে এই ব্যাটারির আয়ু ৪০০ শতাংশ বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। এরই সঙ্গে বাজারে এল এএ/এএএ/ডি এভারেডি আল্টিমা প্রো-ও। যার আয়ু বর্তমান ব্যাটারির তুলনায় ৮০০ শতাংশ বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১১ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার

রাজভবনে নজরদারি ইস্যুতে নতুন বিতর্ক

ক্ষমতা খর্ব কলকাতা পুলিশের!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে, এবার এমনই অভিযোগ সামনে এল রাজভবন সূত্রে। নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে ফের তৈরি হল রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতের পরিস্থিতি।

এদিকে পাল্টা অভিযোগ, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজভবনকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছেন। আগেই রাজভবনের সচিব, প্রেস সচিবের পদ থেকে একে একে রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সরিয়ে দিয়েছেন বোস। সেখানে নিয়োগ করেছেন নিজের পছন্দের ভিন রাজ্যের আধিকারিকদের। এবার নজরদারির অভিযোগ তুলে কলকাতা পুলিশকেও রাজভবন থেকে সরিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি।

একই সঙ্গে, রাজ্যপালের দপ্তর এবং আবাসিক অংশের দায়িত্ব কলকাতা পুলিশ যেন সিআরপিএফ র হাতে হস্তান্তর করে সেই বিষয়ে দাবি জানানো হয়েছে রাজভবনের তরফে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি দিয়েছে রাজভবন।

রাজভবন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাজ্যপালের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে রাজভবনে কর্মরত তিন জন পুলিশ কর্মীকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। ওই পুলিশ কর্মীরা রাজভবনের আবাসিক এলাকায় এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে নজরদারি চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। সেখানে কারা যাতায়াত করছে তাঁদের উপরও নজরদারি করছেন বলে রাজভবনের পাঠানো অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে।

রাজভবনের বক্তব্য, রাজভবন চত্বর এবং একেবার নীচের তলা কলকাতা পুলিশের অধীনেই থাকবে। রাজভবনের ভিতরে অনেকগুলো ভাগ রয়েছে। এক তলায় লাইব্রেরি, দোতলায় অফিস, তিন তলায় রাজ্যপালের রেসিডেন্সিয়াল এলাকা। রাজভবনের বক্তব্য, রাজ্যপালের রেসিডেন্সিয়াল আর অফিসিয়াল এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দেওয়া হোক। রাজভবন চত্বর ও অন্যান্য এলাকা কলকাতা পুলিশের নজরেই থাকবে। এতদিন পর্যন্ত রাজভবনের নিরাপত্তা ও নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা পুলিশের কর্মী ও সিআরপিএফ। কিন্তু যে দু'জন পুলিশ কর্মীর গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েথে, তাঁদের বিষয়ে লালবাজারে জানানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশ কমিশনারের কাছে ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়েছে রাজভবনের তরফে। লালবাজারের তরফে এখনও পর্যন্ত এর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবন-রাজ্য সংঘাত চরমে। বিষয় গড়িয়েছে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্টকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সার্চ কমিটি গঠন করছে শীর্ষ আদালত। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও রাজ্যপাল একে অপরকে 'রক্তচোষা ভ্যাম্পায়র', 'জুনিয়র অ্যাপয়ন্টি' হিসাবে কটাক্ষ করেন।

বিচারপতির নির্দেশে বন্ধ তদন্ত, তাঁর বক্তব্য শোনা হোক দাবি কুন্তলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ শুনে পুলিশ ও সিবিআই-কে যৌথভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল বিশেষ সিবিআই আদালত। তবে হাইকোর্ট সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় গত ১৪ সেপ্টেম্বর। তারই জেরে আপাতত ওই মামলায় কোনও তদন্ত হচ্ছে না। হাইকোর্টের এই নির্দেশের ১৪ দিন পর এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে দেখা গেল কুন্তলকে। তাঁর পক্ষের বক্তব্য না শুনেই কেন ওই তদন্তে স্থগিতাদেশ দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, এমনটাই খবর আদালত সূত্রে।

জানা গিয়েছে, বিচারপতি সৌমেন সেনের এজলাসে আবেদন করেছেন বহিষ্কৃত তৃণমূল যুব নেতা তথা প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল। তাঁর আর্জি, সিবিআই ও কলকাতা পুলিশের যৌথ তদন্তে নিম্ন আদালতের নির্দেশ পুনর্বহাল করতে হবে ও তাঁর পক্ষের বক্তব্য শুনতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত মে মাসে নিম্ন আদালতে বিচারকের ঘরে গিয়ে হেনস্থার অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলেন কুন্তল ঘোষ। তাঁর দাবি ছিল, জেরা করার নামে তাঁকে হেনস্থা করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এ কথা শুনেই যৌথ তদন্তের নির্দেশ দেন সিবিআই আদাতলের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার ও সিবিআই-এর যুগ্ম অধিকর্তাকে তদন্তে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো তদন্তও শুরু হয়। এরপরই হাইকোর্টে গিয়ে সেই নির্দেশের বিরোধিতা করে সিবিআই। কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফ থেকে যে যুক্তি আদালতের সামনে পেশ করা হয় তাতে বলা হয়, যে সময়ে হেনস্থা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন, সেই সময় কোর্টে পেশ করা হলেও এ বিষয়ে কিছু বলেননি কুন্তল। পরে বিচারকের চেম্বারে গিয়ে তাঁকে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দেন কুন্তল। এভাবে ক্যামেরাহীন একটা ঘরে অভিযুক্তকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিচারক কেন কথা বললেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় সিবিআইয়ের তরফ থেকে। সিবিআইয়ের এই যুক্তি সোনার পরই নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আর হাইকোর্টের এই নির্দেশেই তীব্র আপত্তি রয়েছে কুন্তলের।

উল্লেখ্য, নিম্ন আদালতের ওই নির্দেশ দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও। যে মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করছে, তাতে পুলিশকে কেন যুক্ত করা হল, তা নিয়ে বুধবারই আদালতে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে দাবি করা হয়, তদন্ত স্থগিত হয়ে যাওয়ার পরও পুলিশ তাদের অফিসারদের হেনস্থা করছে।

প্রেমিকার সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে গঙ্গায় ঝাঁপ, নিখোঁজ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রেমিকার সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে গঙ্গায় ঝাঁপ যুবকের। বন্ধুকে বাঁচাতে তড়িঘড়ি গঙ্গায় ঝাঁপ দেন আর এক যুবক। যদিও বন্ধুকে বাঁচাতে পারেননি তিনি। গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া যুবকের এখনও কোনও হদিশ মেলেনি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে জগদ্দল ফেরিঘাটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ যুবকের নাম প্রমোদ চৌধুরী ওরফে ঋত্বিক (২০)। তাঁর বাড়ি ভাটপাড়া থানার সুগিয়া পাড়ায়। টোটো চালাতেন প্রমোদ। জানা গিয়েছে, প্রমোদ-সহ আরও চার বন্ধু-বান্ধবী মিলে চন্দননগর বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘোরাঘুরি সেরে তাঁরা ফের লঞ্চে চেপে জগদ্দল ফেরিঘাটে আসে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ফেরিঘাটে বসেই কোনও একটি বিষয় নিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে প্রমোদের কথা কাটাকাটি হয়। সেইসময় জগদ্দল ফেরিঘাট ছেড়ে একটি লঞ্চ ওপারে চন্দননগরে যাচ্ছিল। আচমকা প্রমোদ ছুটে ওই লঞ্চে উঠে পড়ে। বিপদ বুঝে পিছু ছুটে গিয়ে সেই লঞ্চে ওঠেন তাঁরই বন্ধু নীতিশ পাসোয়ান। ঘাট থেকে কিছুটা লঞ্চ এগোতেই আচমকা গঙ্গায় ঝাঁপ দেন প্রমোদ। বন্ধুকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন নীতিশও। কিন্তু প্রমোদের কোনও খোঁজ মেলেনি। স্রোতে নিখোঁজ ওই যুবক।

নিখোঁজ যুবকের বান্ধবীদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। নিখোঁজ যুবকের পরিবারের অভিযোগ, প্রমোদকে বাঁচাতে ওঁর এক বন্ধু গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেও, লঞ্চের তরফ কেউই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। নিখোঁজ যুবকের দিদি নন্দিনী চৌধুরীর দাবি, ভাইয়ের গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনায় প্রিয়াঙ্কা নামে একটি মেয়েই দায়ী। নন্দিনীর অভিযোগ, ওকে একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা ফোন ধরেনি। এদিকে জগদ্দল ফেরিঘাটে এসে ভাটপাড়ার বারুইপাড়ার মিঠেতলাব এলাকার বাসিন্দা লীলা দেবী জানান, তাঁর ছেলে নীতিশ ওঁর বন্ধুকে বাঁচাতে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। উল্টে পুলিশ তাঁর ছেলেকে আটকে রেখেছে। লীলা দেবীর দাবি, তাঁর ছেলে নির্দোষ। নিজের জীবন বাজি রেখে ছেলে ওঁর বন্ধুকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। এদিকে জগদ্দল থানার উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ডুবুরি নামিয়ে নিখোঁজ যুবকের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ যুবকের সন্ধান মেলেনি।

বেহাল রাস্তা নিয়ে কলকাতা পুরসভাকে তালিকা কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বেহাল রাস্তা নিয়ে এবার সরব কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুরসভাকে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল কলকাতা পুলিশ। শুধু তাই নয়, শহরের রাস্তার পরিস্থিতি নিয়ে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হল কলকাতা পুরসভাকেও। সূত্রের খবর, পুলিশের তরফ থেকে ৩০০ টি রাস্তা মেরামত করার জন্য একটি তালিকা পাঠানো হয়েছে কলকাতা পুরসভায়। এরপর দ্বিতীয় দফার আরও একটি তালিকাও পাঠানো হয় কলকাতা পুরসভাকে। যেখানে ৪৪টির মতো রাস্তাকে দ্রুত সারানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

এদিকে পুরসভা সূত্রে খবর, বৃষ্টি না থামার কারণে পুজোর আগে রাস্তা সারাইয়ের অভিযানে এখনও নামা হয়নি। তবে পুরসভার তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সড়ক বিভাগের তরফে কাজ শুরু হবে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম অবশ্য আগেই জানিয়েছিলেন, 'পুজোর আগে শহরের সমস্ত সারিয়ে দেওয়া হবে।' কতটা রাস্তা সারানো হলো তা দেখতে তিনি বিভিন্ন এলাকায় পুজোর আগে তিনি নিজে পরিদর্শন করবেন বলেও জানান।

এদিকে পুরসভার একটি সূত্রে জানা গিয়েছে রাস্তা সারাইয়ের কাজে প্রয়োজনীয় উপাদান বিটুমিনের ভাঁড়ারেও টান আছে।ফলে রাস্তা সারাইয়ের কাজে পুরসভার কাছে এটি একটি প্রতিবন্ধকতা যে সৃষ্টি করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও কলকাতা পুরসভার সড়ক বিভাগের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন,' বিটুমিনের কোনও সংকট নেই। সব ঠিক আছে। প্রয়োজন মতোই বিটুমিন সরবরাহ করা হচ্ছে।'

কুণাল মামলায় তথ্যের খোঁজে ইন্টারপোলের দ্বারস্থ সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কল সেন্টারকে সামনে রেখে প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকা নিজের ব্যাংকে ঢোকানো থেকে শুরু করে গাড়ি-বাড়ি থেকে বিদেশে সম্পত্তি সবই করেছেন কলসেন্টার কিংপিন কুণাল গুপ্তা। এছাড়াও একের পর এক রেসের ঘোড়াও কিনে ফেলেছিলেন। এই সব তথ্য সামনে আসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তাঁকে গ্রেপ্তার করার পরই। এবার এই কুণালের সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য গোয়েন্দা দফতর অর্থাৎ সিআইডির আধিকারিকেরা। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি হাজার হাজার বিদেশি নাগরিকের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। টেক সাপোর্ট দেওয়ার নামে তাঁদের কাছ থেকে টাকা তুলতেন বলে অভিযোগ রয়েছে কুণালের বিরুদ্ধে। সে কারণেই ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হয়েছেন গোয়েন্দারা।

সল্টলেকে ভুয়ো কল সেন্টারের সূত্র ধরেই ধরা পড়েন কুণাল গুপ্তা। প্রথমে সিআইডি ও পরে ইডি হেপাজতে ছিলেন তিনি। আপাতত জেল হেপাজতে রয়েছেন কল সেন্টার চক্রের এই মাথা। এদিকে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর, ইন্টারপোলের সাহায্য নিয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেনে চিঠি পাঠিয়েছে সিআইডি। ওই সব দেশের কতজন নাগরিককে টেক সাপোর্ট দেওয়ার নামে প্রতারণা করা হয়েছে, কীভাবে তাঁরা টাকা দিয়েছেন কুণালকে, কোথায় কোথায় কুণালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এবার জানতে চান সিআইডির আধিকারিকেরা।

সূত্রের খব, শুধুমাত্র ব্রিটেনেই ১৩ হাজার মানুষ কুণালের প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তার মধ্যে ৩০০ জন অভিযোগও দায়ের করেছেন কুণালের বিরুদ্ধে। গোয়েন্দারা চাইছেন, ওই প্রতারিতরা যাতে ভার্চুয়ালি আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও অভিযোগের কথা জানায়। সে কারণেই এভাবে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে সূত্র মারফৎ খবর মিলছে, গত কয়েক বছর ধরে দুবাইতেই থাকতেন কুণাল গুপ্তা। কয়েকশো টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর পিছনে কোনও প্রভাবশালীর হাত থাকতে পারে, এমনটাই সন্দেহ গোয়েন্দাদের।

টেক সাপোর্ট দেওয়ার নামে বিদেশিদের প্রতারণা, ধৃত ৪০

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টেক সাপোর্ট দেওয়ার নাম করে বিদেশি নাগরিকদের ফোন করে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য নিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগ বারবার উঠছে কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠ অঞ্চল থেকে। গত কয়েক মাসে সল্টলেকে একাধিক ভুয়ো কলসেন্টারে তল্লাশি চালিয়েছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। এবার চৌরঙ্গীর একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে এইএকই রকম আরও এক ভুয়ো কল সেন্টারের হদিশ পেল কলকাতা পুলিশ। বুধবার রাতে সূত্র মারফত খবর পেয়ে ওই ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালান কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকেরা। এরপরই তাঁদের হাতে আসে বেশ কিছু নথিপত্র-সহ ল্যাপটপ এবং ইলেকট্রনিক্স গেজেট উদ্ধার করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদেশি নাগরিকদেরই ফোন করতেন এই কলসেন্টারের কর্মীরা। এই ঘটনায় ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

তদন্তে জানা গিয়েছে, এই সংস্থার কর্মীরা মূলত টার্গেট করতেন অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দাদের। ফোন করে এখানে কম দামে জমি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিতেন। তাঁদের কাছ থেকেই ব্যাঙ্কের তথ্য কথার ছলে হাতিয়ে নিতেন অভিযুক্তরা। এরপর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নিতেন।

কলকাতা পুলিশে সূত্রে খবর, চৌরঙ্গীর এই ফ্ল্যাটে বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছিল এই প্রতারণার ব্যবসা। কয়েকশো কোটি টাকা প্রতারণা করেছে এই সংস্থা। তাঁদের বিরুদ্ধে আইটি অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এই সংস্থার আরও অনেক অফিস রয়েছে। এই চক্রের মাথারা ঘাপটি মেরে রয়েছেন। তাঁদেরই খোঁজ পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ভুয়ো কল সেন্টার চক্রের কিংপিন কুণাল গুপ্তা এখন জেলা হেফাজতে। কিন্তু এখনও শহর কলকাতার বুকে এই ধরনের চক্র সক্রিয়, এবার তারই খোঁজে জাল বিছিয়েছেন তদন্তকারীরা।

বিগ বাজেটের পুজোকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে সোনাগাছি

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: দুর্গাপুজোর জন্য বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা ছাড়া দুর্গা প্রতিমা বানানোই সম্ভব নয়, এমনই একটা রীতি চলে আসছে বহুকাল ধরে। তবে এ ব্যাপারে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি অবশ্য জানিয়েছেন, 'অনেক কিছুই পরে তৈরি হয়েছে, যা পুরাণে নেই। মহাভারতে নেই, রামায়ণে নেই। আসলে মানুষ তো নিয়ম তৈরি করবেই। পুরাণে এরকম কোথাও নেই যে, যৌনপল্লির মাটি দিয়েই দুর্গাপুজো হবে।' তবে আশ্চর্যের কথা হল এই রীতিই এখন শাস্ত্রের বচন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে গত ১১ বছর ধরে কলকাতার বিখ্যাত রেডলাইট এরিয়া হিসেবে পরিচিত সোনাগাছিতেও হচ্ছে দুর্গাপুজো। আর তাতে অংশ নেন সমাজের সেই উপেক্ষিতারাই। তবে এই দুর্গাপুজোর শুরু করতে হাজারো আইনি বাধার সামনে পড়তে হয় দুর্বার মহিলা দুর্গোৎসব কমিটিকে। ২০১৩ সালে প্রথমবার পুজো হয়েছিল। কিন্তু নতুন পুজো হিসাবে অনুমতি নিয়ে সমস্যা হয়। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের নির্দেশে পুজো করা সম্ভব হলেও আয়োজন হয় একটি ছোট ঘরে। পরের বছরও একই রকম সমস্যা তৈরি হয়। সে বার একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘরের ভিতরে পুজোর অনুমতি মেলে। ২০১৫ সালেও পুজোয় বাধা আসায় প্রতিবাদে উৎসবে অংশ নেয়নি দুর্বার। পরের বছর ফের পুজোর উদ্যোগী হলেও প্রশাসনিক বাধা আসে। শেষ পর্যন্ত ২০১৭ সালে পাওয়া আদালতের নির্দেশে সোনাগাছিতে দুর্বারের অফিসবাড়ির কাছে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের উপরে আট বাই কুড়ি ফুটের মণ্ডপে দুর্গাপুজো করার অনুমতি পান তাঁরা। তবে এই সব বাধা বিপত্তিকে হেলায় জয় করে এগিয়ে চলেছে দুর্বারের পুজো। বরং যত দিন গেছে ততই যেন নতুন নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে এই পুজো। যেমন ২০১৯ থেকে দুর্বার শুরু করে থিম পুজোও। আর এই থিমের মধ্যে দিয়ে প্রতি বারই এক সামাজিক বার্তা দেওয়া হয় দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির তরফ থেকে। ২০২৩-এর পুজোয় নিজেদের কথাই বলতে চান উত্তর কলকাতার দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিট, শেঠবাগান, রামবাগান, গলির মেয়েরা। তাই এবারের থিমে রয়েছে এক ঘোষণা, 'আমাদের পুজো, আমরাই মুখ।' এই ঘোষণার মধ্যে যেমন জড়িয়ে আছে এক প্রবল আত্মপ্রত্যয়। এই প্রসঙ্গে রতন দলুই বলেন, 'প্রত্যেক বছরই সোনাগাছির মহিলারাই পুজোর মুখ হন। এই বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। এছাড়াও শশী পাঁজা পুজো উদ্বোধনে আসবেন। আসবেন বিধায়ক মদন মিত্রও।' এবার কলকাতার বেশ কিছু পুজোকে চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিতে চলেছে সমাজের উপেক্ষিতাদের এই পুজো। এবারের পুজোর ঢাকে কাঠি যেমন পড়েছে খুঁটি পুজোর মধ্যে দিয়ে ঠিক তেমনই থিমের সঙ্গে আনা হয়েছে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরও। সেখানে অবশ্য কোনও অভিনেতা, অভিনেত্রী বা মডেলের মুখ নেই, বরং দুর্গার মুখ হিসেবে রয়েছেন পাড়ার মেয়েরাই। তার জন্য মডেল হিসাবে ফোটোশ্যুটে অংশও নেন কুমোরটুলিতেও। এখানে বলতেই হয়, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরদের মধ্যে রয়েছেন যৌনকর্মী তথা দুর্বারের সম্পাদক বিশাখা লস্করও। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'যত যাই হোক, আমরা উৎসবের দিনেও আলাদাই থাকি।এবার আমরা ঠিক করেছি, আমরাও অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব না। আমরাই হয়ে উঠব পুজোর মুখ।'

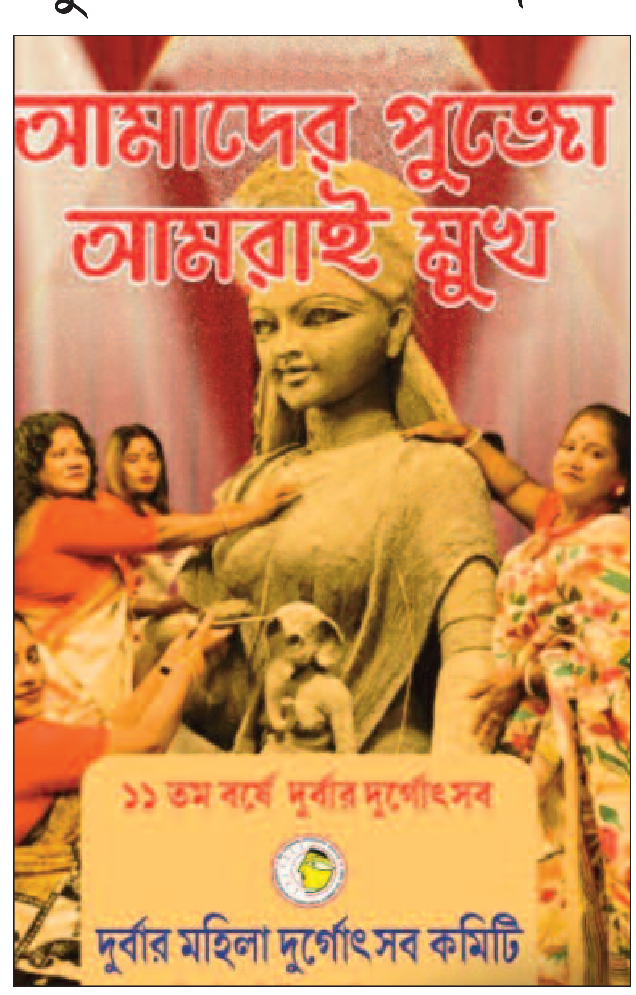

এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, কলকাতার অন্য পল্লিতে পুজো হয় না। সোনাগাছির পুজোয় অংশ নেন রামবাগান, শেঠবাগান, রবীন্দ্রসরণি, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিট, পলাতক ক্লাব এলাকায় যত যৌনকর্মী রয়েছেন তাঁরা সকলেই। এদিকে এই পুজোর ভোগ পৌঁছে যায় কলকাতার রেড-লাইট এলাকা বলে পরিচিত সব অঞ্চলেও। আর রাজারহাট, উল্টোডাঙা, জানবাজার এলাকায় যাঁরা ফ্লাইং হিসেবে কাজ করেন তাঁরাও পুজোর দিনে চলে আসেন এই সোনাগাছিতেই। এবারে সোনাগাছির পুজোয় রয়েছে বিরাট চমক। নবমীর দিন সেখানে হাঁড়িবন্ধ নিমন্ত্রণ। শহরের সমস্ত যৌনপল্লিতে সেখান থেকে যাবে প্রসাদ। শুধু তাই নয়, যে কেউ গিয়ে সেখানে প্রসাদ খেতে আসতে পারেন। এই প্রসঙ্গে যৌনকর্মীদের সংগঠন দুর্বারের পক্ষ থেকে রতন দলুই বলেন, 'প্রতি বছরই আমরা নবমীর দিন এই ভোগ বিতরণ করে থাকি। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। নবমীর দিন আর আমাদের মা-বোনেদের রান্না করতে হবে না। শহরের প্রতিটি যৌনপল্লিতে এখান থেকে খাবার যাবে। কেউ প্রসাদ খেতে চাইলে সোনাগাছি পুজো মণ্ডপে আসতে পারেন।'

দুর্বারের এই পুজোর আয়োজন দেখে বারবার মনে আসে চণ্ডীর মধ্যে থাকা একটা শ্লোক। যেখানে বলা হয়েছে, 'স্ত্রেয়ঃ সমত্সা সকলা জগত্সু।' অর্থাত্, সব স্ত্রী-ই আমি, অন্য কেউ নেই। দেবী বলছেন, এই যে ব্রাহ্মবাদী ভক্তি, এই যে ব্যপ্তি, সর্বত্র তিনি-ই আছেন। তাই সমস্ত দূরত্বকে সরিয়ে সবার এক হয়ে যাওয়ার মঞ্চ হোক দুর্বারের এই পুজোই।

সম্পাদকীয়

ফ্যাসিস্টের শাসন থেকে ফ্যাসিবাদের শাসনে উন্নীত হয়েছি!

‘মর্দানগি’ আজকাল রাজনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সিক্স প্যাক নায়কের মতো ৫৬ ইঞ্চির ছাতি এখন রাষ্ট্রনেতারও সম্পদ। বিপণনযোগ্য সম্পদ। পৌরুষের নির্মাণ রাজনীতির অন্যতম চাহিদা। কোনও নেতার যৌনরুচি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁকে একটু ‘কম পুরুষ’ বলে দেখানোর চেষ্টা সেই রাজনীতির সিলেবাসে তাই ঢুকে পড়ে অবলীলায়। যুক্তিক্রমটি স্পষ্ট; সমকাম মানে পৌরুষের অবনমন আর পৌরুষের অবনমন মানে চিতা থেকে পায়রায় ‘নেমে’ যাওয়া। কে চায় নামতে?

যে কোনও দিন যে কোনও চ্যানেলে সন্ধের তরজায় চোখ রাখলে ঝটিতি মালুম হবে, প্রত্যেকটি দল কী ভীষণ এক রকম! তাদের প্রতিনিধিরা এক রকম ভাবে কথা বলেন, এক রকম যুক্তি দেন। আক্রমণের ভাষা ও ভঙ্গি এক ছাঁচে ঢালা। বক্তব্যের বিষয়বস্তুতেও খুব ফারাক নেই। সেই ‘এক রকম’ দলগুলোর এক রকম নেতানেত্রীরা আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে এক রকম কায়দায় সেটিং-এর প্রসঙ্গ তোলেন সময়সুযোগ বুঝে। কেউ বলেন, ‘সাধুবাবা বাঁচাবেন না’, কেউ বলেন ‘আমি বিশ্বাস করি না উনি এমন করতে পারেন’, কেউ বলেন ‘ওরা তো এ টিম’, কেউ বলেন ‘কই পুলিশ ওদের তো মারেনি’, কেউ কেউ আবার সন্তর্পণে ভোট পাচার করিয়ে দেন! বিশেষ বিশেষ সময়ে নীরব হয়ে যান কেউ, ভোটদানে বিরত থাকেন, বৈঠকে আসেন না, বিরোধী ভোট ভাগ করার কলকাঠি নাড়েন।

এই সাদৃশ্যের জোয়ার আকাশ থেকে পড়েনি। এ এক সর্বত্রগামী ফ্যাসিবাদের ফসল। কোনও বিশেষ দল বা ব্যক্তি বা দলীয় নীতিকে ফ্যাসিস্ট বলে দাগিয়ে দেওয়ার দিন যেন বা শেষ। আমরা যেন ফ্যাসিস্টের শাসন থেকে ফ্যাসিবাদের শাসনে উন্নীত হয়েছি। ফ্যাসিস্ট বা ফ্যাসিবাদীর শাসনে সে কর্তা, ফ্যাসিবাদ তার কর্ম।

শাশ্বত কথা

মায়া

এ সংসার তাঁর মায়া। মায়াতে সৎ বা নিত্য অসৎ বা অনিত্য বলে মনে হয়, আবার অনিত্য নিত্য বলে মনে হয়। মায়ার কাজের ভেতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না।

কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। মায়াকে যদি চিনতে পার আপনি লজ্জায় পালাবে। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। যাকে দেখাচ্ছে সে বললে, ‘আমি চিনেছি, তুই আমাদের হরে।’ তখন সে হাসতে হাসতে চলে গেল। তিনিই সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার কার্য।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা রঙ দেখা যায়, বস্তুতঃ কোন রঙই নাই। তেমনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বই আর কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহঙ্কারেতে নানা বস্তু দেখাচ্ছে।

— শ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

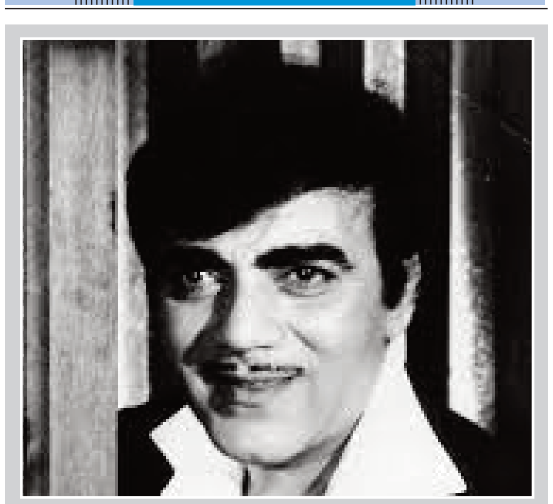

মেহমুদ

১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা মেহমুদের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা তাপস পালের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় দীপেন্দু বিশ্বাসের জন্মদিন।*

ভারতভূমিতে অ্যানি বেসান্ত

ডাঃ শামসুল হক

বিলেতের প্রতিষ্ঠিত এক আইরিশ পরিবারে জন্ম তাঁর। সেখানকার জলহাওয়ার মধ্যেই কেটেছে তাঁর শৈশবের সেই আনন্দমুখর দিনগুলি। আবার প্রচলিত আদব কায়দার মধ্যেই তিনি পা ফেলেছিলেন যৌবনেরই চৌকাঠে। বিয়ে করেছিলেন সেই দেশেরই এক নাগরিককে এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছেও ছিল তাঁর। বাস্তবে সেটা কিন্তু সম্ভব হয়নি।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই একটা সুখী সংসারের ঘরণী হয়েই থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর বিবাহিত জীবনের স্থায়িত্বকাল ছিল একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মাত্র ছয় বৎসর স্থায়ী হয়েছিল তাঁদের দাম্পত্য জীবন। ১৮৭৩ সালে বিচ্ছেদের বাজনা বাজিয়ে তিনি আবারও ফিরে আসেন তাঁর নিজস্ব বৃত্তের ই মাঝখানে। মুক্ত পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে নেন স্বস্তির নিঃশ্বাস এবং বাকি জীবনটা একলা একলা কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটাও নিয়ে ফেলেন।

তিনি অ্যানি বেসান্ত। ১৮৪৭ সালের পয়লা অক্টোবর জন্ম তাঁর লণ্ডনের ক্ল্যাপহ্যামে। অল্প বয়সেই পিতৃহারা হয়ে একটু অসুবিধার মধ্যেই পড়েছিলেন তিনি এবং তাঁর পরিবারও। তাই তাঁর শৈশবকালটা কেটেছে একটু অনআড়ম্বভাবেই। সেটা অবশ্য তাঁকে তেমনভাবে বিচলিত করেনি। তিনি এগিয়ে গেছেন নিজের ই মত করে নিজের পছন্দের পথ ধরেই। লেখাপড়া শিখেছেন। বড় হয়ে কলমও ধরেছেন। সেই কলমের ডগায় যেমন সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্যের উপাদান। ঠিক তেমন ই গর্জে উঠেছিল আপোষহীন সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবেও।

বিলেতের জল হাওয়া তাঁকে কিন্তু তেমন একটা সঙ্গ দেয়নি। তাই বিক্ষিপ্তভাবেই জীবন কাটছিল তাঁর। তারই মধ্যে অবশ্য অনেক জনহিতকর এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়েও পড়েছিলেন তিনি। একসময় সংস্পর্শে আসেন থিওসফিক্যাল সোসাইটির মতো সংস্থারও। ১৮৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে স্থাপিত হয় তার ভিত্তিপ্রস্তর। তারপর আর্য সমাজের ডাকে সেই সংস্থা স্পর্শ করে ভারত ভূমির মৃত্তিকা। চেন্নাই এর আদিয়ারে খোলা হয় তার শাখা এবং সেটাই হয়ে ওঠে সোসাইটির প্রধান কার্যালয়। অ্যানি বেসান্ত যোগ দেন সেখানে এবং তাঁর ই সক্রিয়তায় সেই সংস্থার ভীত আরও মজবুত হয় এবং তার জনপ্রিয়তাও একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতেই ।

ব্রহ্মজ্ঞানেও ভীষণভাবে আগ্রহ বাড়ছিল অ্যানির। তাই একসময় ব্রহ্মজ্ঞানী সমাজের সদস্য ও হয়ে যান তিনি। ১৯০৭ সালে আবার সেই পরিবারের সভাপতি নির্বাচিত ও করা হয় তাঁকে। তার আগে ভারতের অনেক জনকল্যাণমূলক কাজেরই মূল কারিগরও হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শিক্ষা বিস্তারের দিকেও ছিল তাঁর তীক্ষ্ম নজর। ১৮৯৮ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় কেন্দ্রীয় হিন্দু স্কুল। ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন অ্যানি। ১৯০২ সালে ভারতের স্বপ্রশাসনের দাবিতে তিনি যোগ দেন একেবারে সক্রিয়ভাবেই। সেইসময় একেবারে সামনের সারিতে দাঁড়িয়েই তিনি জেহাদ ঘোষণা করেন ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে। তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যও করে নেওয়া হয় তাঁকে। তারপর নিজস্ব দক্ষতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার উপর ভর করেই ১৯১৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদটিও অর্জন করেন তিনি।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজের ক্ষমতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গেও। সেটা ১৯১৬ সালের কথা। সেইসময় আবার চলছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধও। আর সেই আবহেই কেবলমাত্র স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেই সকলকে ভীষণভাবেই উদ্ধুদ্ধ ও করেছিলেন তিনি। সেইসময় আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক নেতা রেমণ্ডের আদর্শকে মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেই তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই আন্দোলনেরই মূল স্রোতে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বায়ত্ব শাসন ছাড়া এই দেশের জনগণের উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। অত এব সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করেই ১৯১৮ সালে তিনি চেন্নাই এর আদিয়ারে প্রতিষ্ঠিত করেন হোমরুল লিগ। সেই কাজে তখন অবশ্য অনেক কংগ্রেস নেতারই সায় ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি নিজ সিদ্ধান্তেই অটল ছিলেন। আবার ঠিক সেই সময় ই বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে পুনা শহরেও স্থাপিত হয়েছিল ভারতীয় হোমরুল লীগের একটি শাখা। আর তারপর অ্যানি বেসান্তের প্রচেষ্টায় মুম্বাই, কানপুর, এলাহাবাদ, কানপুরেও খোলা হয় তার শাখা। আর সেটা দেখে ভীষণভাবেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন ব্রিটিশ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও। তাঁদের তখন মনেও হয়েছে হয়েছিল এখনই কিছু একটা করা দরকার। তাই সেই মুহূর্তে উঠেপড়ে লেগেছিলেন তাঁরা এবং বাড়িয়ে দেন অত্যাচারের মাত্রাও। তাঁদের ই নির্দেশে একসময় আবার গ্রেপ্তার করা হয় তিলককে এবং অ্যানিকে করেন গৃহবন্দী।

১৯১৭ সালে ঘটেছিল সেই নির্মম ঘটনা। সেইসময় কারাগারের অন্ধকারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল বাল গঙ্গাধর তিলককে। আর অ্যানি বেসান্তকে আটকে রাখা হয়েছিল পার্বত্য অঞ্চলের জনমানব শূন্য এক এলাকার মধ্যে। কিন্তু তবুও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি ইংরেজ শাসকদের। বিপ্লবের ঢেউও প্রবাহিত হয়ে চলেছিল তার আপন গতিতেই।

অ্যানিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পেয়ে যান জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদটিও। আর তিনিই হয়েছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতিও।

তিনি নিজে যেমন হাজারো গুণের অধিকারী ছিলেন, ঠিক তেমনই সমাদর করতেন অন্যান্য গুণীজনদেরও। আর তিনি মহিলা হলে তো আপ্লুত ও হয়ে উঠতেন একেবারে পরম আবেগেই। তাইতো সেইসময়ের দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে উপযুক্ত সন্মান জানতেও এতটুকু কার্পণ্য করেননি। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাদম্বিনীদেবী। ইংরেজি ভাষায় সেদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে মুগ্ধ হয়েছিলেন অ্যানি বেসান্ত এবং ঠিক তার পরেরদিন প্রভাতী সংবাদপত্রের প্রথম পাতাতেই কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন - the first woman who spoke from the Congress platform– is a symbol of the Indias freedom– would uplift Indiaós womanhood.

একজন বিদেশিণী হয়েও আমাদের দেশের প্রতি ছিল তাঁর নিখাদ ভালোবাসা। সমগ্র ভারতভূমিই একটা স্বাধীন দেশ হয়ে উঠুক এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান ও সমান্তরাল গতিতেই এগিয়ে গিয়ে নিজ মহিমাতেই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক, এটাই ছিল তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

১৯৩১ সালে তিনি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন এই সংগ্রামী মানুষটি। তারপরও কেটে যাচ্ছিল তাঁর দিনগুলো। ১৯৩৩ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর কিন্তু ঘটে যায় অঘটন। সেইদিন এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তিনি পাড়ি দেন অন্য জগতে। এই বৎসর তাঁর একশত ছিয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী। তাই পয়লা অক্টোবর তাঁরা জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমারা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি।

বিলুপ্তপ্রায় ভাদুগানের সাথে হারিয়ে যাচ্ছে তাতে মিশে থাকা সামাজিক বার্তার প্রকাশ

শুভজিৎ বসাক

আজকাল দিকে দিকে নিজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার বা তাকে তুলে ধরার আঞ্চলিক রীতিতে উঠে এসেছে। এর মধ্যে অনেককিছু বিলুপ্তপ্রায় আর কিছু ধুঁকছে। আসলে যেকোনও এক জাতির কাছে সংস্কৃতি কি? সংস্কৃতির মধ্যে থাকে মার্জিত মানসিকতা, থাকে পূর্ণতার সাধনা। সমাজবদ্ধ মানুষের সুখ- দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ বেদনার বহিঃপ্রকাশের যে আচার-অনুষ্ঠান, তাই হল সংস্কৃতি। যা গড়ে ওঠে মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, বিশ্বাস, চিত্ত বিনোদনের উপায় হিসাবে। পরিবর্তনের স্রোতের সঙ্গে বুঝতে না পেরে বিলুপ্ত হতে চলেছে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির এক অঙ্গ ভাদু গান। শিকড় ভুলে বাঙালি মজেছে পণ্যায়নের সংস্কৃতিতে।

ভাদু গান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি প্রাচীন সংস্কৃতির অংশ। এই ভাদু গান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলার লৌকিক উৎসব ভাদু উৎসবে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। গ্রামীণ বাংলার একটি বিশেষ সংস্কৃতি হল ভাদু গান। ভাদু গান মানকর সংলগ্ন অঞ্চলে অন্যতম লোকসংস্কৃতি সম্পদ। কৃষিনির্ভর রাঢ়ের এই গ্রামগুলি বর্ষার অবসানে শরতের ভাদ্র মাসে ভাদু উৎসবে মুখর হয়ে উঠত। সময়ের ব্যবধানে এখন ভাদু উৎসব অনেকটাই ম্লান হয়ে গিয়েছে।

আধুনিক প্রজন্মের অনেকেই এই লৌকিক সংস্কৃতির অতীত সম্পর্কে জানে না। সংক্ষেপে এর ইতিহাসটা জেনে রাখা ভালো। ভাদু গানের পিছনে আছে এক রাজকুমারীর করুণ কাহিনী। জনশ্রুতি, মানভূমের অন্তর্গত কাশীপুরের রাজনন্দিনী হলেন ভাদু। তাঁর রূপ সৌন্দর্য ছিল ঈর্ষণীয়। তাঁর বিবাহের ঠিক হয় বীরভূমের হেতমপুরের এক রাজপুত্রের সঙ্গে। বিয়ের দিন বিবাহ করতে আসার পথে ডাকাতদলের হাতে খুন হন ভদ্রাবতীর হবু স্বামী। শোকে মুহ্যমান হয়ে ভদ্রাবতী আত্মঘাতী হয়। কারও মতে, ভদ্রাবতী বা ভাদু চিতার আগুনে আত্মাহুতি দেয়। আবার কারো মতে, জলে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে বেছে নেয়। সেই ঘটনা মনে রেখে ভাদু গানের সূচনা। রাজার প্রিয় ভদ্রাবতীকে জনমানসে স্মরণীয় করে রাখতে রাজা নীলমণি সিং দেওর লোকগান ভাদুর প্রচলন করেন। আর তা শুরু হয় পয়লা ভাদ্র থেকে ভাদু পুজোর মধ্য দিয়ে। আগে ওই গানের আসরে ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্র ছিল ঢোল আর জুড়ি। সময়ের দাবি মেনে পরে সংযোজিত হয়েছে হারমোনিয়াম, ক্যাসিও এবং তবলা। কথায় আর সুরেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। অনুপ্রবেশ ঘটেছে ছায়াছবির গানের সুরেরও। কেবল তাই নয়, ভাদুকে কোথাও কোথাও ছায়াছবির নায়িকাদের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। ভাদু গানের বিষয়বস্তু তাঁর কুমারী জীবন, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায়, বিয়ে, বেদনা বধূর করুণ অকাল মৃত্যু এবং সাম্প্রতিক আঞ্চলিক কিছু ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য। ভাদ্র মাসের পয়লা তারিখ থেকে একটি মেয়েকে ঘাগরার মতো শাড়ি পরিয়ে ও মাথায় ওড়না দিয়ে ভাদু সাজিয়ে গানের সঙ্গে নাচানো চিরাচরিত রীতি। ‘ভাদু লে লে লে পয়সা দু-আনা, কিনে খাবি মিছরির দানা।’ জনপ্রিয় এই ভাদু গান, কয়েক বছর আগে পর্যন্ত গেয়ে ও নেচে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মাটির ভাদু মূর্তি কোলে করে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে টাকা পয়সা আদায় করে ভাদু শিল্পীরা। ভাদু শিল্পীরা মুখে মুখে রচনা করেন গান, তাঁদের গানে উঠে আসে তাঁদের জীবন যন্ত্রণার প্রসঙ্গ, উঠে আসে সামাজিক বিষয়।

বর্তমান এই অবলুপ্তির সময়ে অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা ভাদু গানকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় রয়েছেন, তাঁরা আর্থিক অনটনে এই ভাদু গান করেন এমনটা নয়, বরং তাঁরা এই ভাদুর গানকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন কেবলমাত্র গান বাঁধার নেশায় এবং সমাজ সচেতনতামূলক বার্তা সাধারণ মানুষদের কাছে তুলে ধরার জন্য। এই লোকগানের মাধ্যমে গ্রাম্য মানুষের কাছে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়া সবথেকে বেশি সহজ। তাঁরা সারা বছর ধরে গান রচনা করেন এবং ভাদ্র মাসে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘুরে বেড়ান, ছড়িয়ে দেন ভাদু গান। তাঁদের ভাদু গানের মধ্যে ফুটে ওঠে জল অপচয় বন্ধ করার বার্তা, গাছ লাগানোর বার্তা, প্লাস্টিক বর্জন করার বার্তা, নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার বার্তা, বাল্যবিবাহ বন্ধ করার মতো নানান সামাজিক সচেতনতামূলক বার্তা। তবে তাঁদের কথায় যেমন ফুটে ওঠে সামাজিক সচেতনতামূলক বার্তা, গান বাঁধার তাগিদে ভাদুকে আঁকড়ে ধরে রাখার কথা, পাশাপাশি তাঁদের কথাতেই রয়েছে আক্ষেপ। শিল্পীদের মতে, গ্রামগঞ্জে এখনও পর্যন্ত ভাদু গানের চাহিদা থাকলেও রোজগার বলতে সামান্যটুকু। ছোট থেকেই এই ভাদু গান করে আসে কিন্তু আগের মতো আর মন সায় দেয় না। কারণ আগে গ্রামজুড়ে মানুষ দেখতে আসত, এখন কয়েকজন এসে শুধু ভিডিও করে চলে যায়। টাকাপয়সা সেভাবে জোটে না। সরকারী অনুদানের ওপরে তারা আশারত। বাঙালি লোকসংস্কৃতির একটা দিক হল এই ভাদু গান। আবার একথা অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃতিই একটা দেশের ও জাতির পরিচয়পত্র। স্মার্টফোন, টিভি, আইপডের দাপটে ভাদুর মতো লোকসংস্কৃতির ধারাটি সংকটের মুখে। ডিজিটাল এই জীবনে যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে ভাদু গান তাতে একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। অথচ একসময় রাঢ়দেশীয় গৃহবধূরা ভাদুকে প্রণাম করে স্বামীর মঙ্গল কামনা করতেন। জড়িয়ে আছে সামাজিক বার্তাও। প্রশাসনেরও এই বিষয়টির গুরুত্ব নজরে রেখে আর আধুনিক সময়েও তার প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করে বাংলার এমন ঐতিহ্যশালী সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে এগিয়ে আসা উচিৎ। এরফলে সামাজিক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে আদি বাংলার নিজস্ব এক উৎকর্ষ ইতিহাসও বেঁচে থাকবে। উৎসাহ পাবে এই লোকগানের সাথে যুক্ত শিল্পীরা। জুড়ে যাবে আরও সামাজিক বার্তা যা সহজেই প্রশাসনের তরফেও প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে। সামাজিক পরিসরে খুলে যাবে আরেকটি আয়ের উৎসও।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মথুরাপুর: মন্দির বাজারের পর এবার মথুরাপুর। আবারও ধর্ষণের অভিযোগ। এবার নাবালিকা এক স্কুল ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এলাকার এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর থানা এলাকার ঘটনা। গতকাল রাতে নির্যাতিতা ছাত্রীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বাসুদেব জাতুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ধর্ষণ সহ পোকসো আইনে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে আজ নির্যাতিতা ছাত্রীর মেডিক্যাল করানো হয়েছে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনায় রাজনীতির রং লেগেছে। ধর্ষণের ঘটনার সময় অভিযুক্তের এক সঙ্গী পাহারা দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ তাকেও কেন গ্রেপ্তার করল না, প্রশ্ন তুলেছে নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবার। যেহেতু অভিযুক্ত বাসুদেব জাতুয়া তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ, তাই অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা ও মা।

মৃতদেহ রাস্তায় রেখে মহিলাদের বিক্ষোভ গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া পথ দুর্ঘটনার রেশ বিকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত রইল। পথ দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির দেহ এলাকাতে পৌঁছতেই চরম উত্তেজনা দেখা যায় কামারপুকুর এলাকায়। মৃতদেহকে সামনে রেখে এলাকার মহিলারা পথ অবরোধ শুরু করে। মৃত ব্যক্তির নাম অভিষেক মণ্ডল। বাড়ি গোঘাটের কামারপুকুরের মধুবাটি এলাকায়। স্থানীয় প্রধান রাজদীপ দে ঘটনাস্থলে না আসায় ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যায় স্থানীয়দের মধ্যে। মৃতের পরিবারে পাশে জন প্রতিনিধি হয়েও প্রধান না থাকায় তারা পথ অবরোধ শুরু করে।

খবর পেয়ে গোঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তবে পুলিশ পথ অবরোধ তোলার চেষ্টা করলেও মহিলারা পথের মধ্যে বসেই বিক্ষোভ চালিয়ে যায়। এই বিষয়ে বিক্ষোভ অবনি গাঙ্গুলি বলেন, একজন মানুষ পথ দুর্ঘনায় মারা গেল। কিন্তু প্রধান এলেন না। এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে? তাই তারা পথ অবরোধ করছে। অন্যদিকে রাস্তায় বিক্ষোভকারী মহিলারা বলেন,প্রধান জন প্রতিনিধি হয়েও কেন এলেন না। ওনাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছি, অথচ উনি জনগণের পাশে নেই। উল্লেখ্য,ভয়াবহ দুর্ঘটনা হয় গোঘাটের কামারপুকুর বাইপাস সংলগ্ন এলাকায়।

একটি মাছের গাড়ি যখন মাছ খালি করছিল তখনই মেদিনীপুর দিক থেকে আসা একটি লরি দ্রুতগতিতে এসে ধাক্কা মারে মাছের গাড়িতে। অতিরিক্ত গতির কারণে তিনটি মাছের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আহত হয় আটজন, আহতদের কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দু'জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হলেও পাঁচজনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় অভিষেকের। এদিন বিকালে মৃতদেহ ওই এলাকায় পৌঁছতেই বিক্ষোভ ও পথঅবোরধ শুরু হয়। যদিও এই বিষয়ে স্থানীয় প্রধান রাজদীপ দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের হাসপাতালে পাঠিয়েছি। পুলিশকে খবর দিয়েছি। মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাদের বাড়িতে গিয়েছি। যদিও অবশেষে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পাবলিকেশন

জ্ঞাত করা যাইতেছে শ্রী অজিত কুমার দত্ত, পিতা- শ্রী বিনোদ বিহারী দত্ত মহাশয়ের নামিয় ক্রেতা উল্লেখে এবং জনৈক শ্রী কাশিনাথ চট্টোপাধ্যায়, পিতা- ৺এককড়ি চরন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদা জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর বৈদ্যবাটী পৌরসভার {হাল হোল্ডিং ১৭৬ (১৩৫) এবং ১৭৭(১৩৬), এস. সি. এম. রোড, ওয়ার্ড ১২} বোর পরগনার, মৌজা- বৈদ্যবাটী, জে. এল.-৫, সাবেক ১৪১৬ নং খতিয়ানে ১৩৮৪ নং দাগে ০.০৩৭ একর দোকান শ্রেনীর জমি সংক্রান্ত জেলা- হুগলীর শ্রীরামপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত যাহার বুক নং- ১, ভল্যুম-৪৬, পৃষ্ঠা ১২৯/১৩১ ইং-১৯৩৬ সনের ৩৭৯৬ নং অরিজিন্যাল খরিদা দলিলটি হারাইয়া গিয়াছে। এই মর্মে জেলা হুগলীর শ্রীরামপুর থানার শেওড়াফুলি টি.ও.পি. তে ইং- ২১/০৯/২৩ তারিখে ১১১২ নং মিসিং ডাইরী করা হয়। বর্তমানে আমার মক্কেল ১)শ্রী আশীষ কুমার দত্ত, ২) শ্রী তাপস কুমার দত্ত উভয়ের পিতা- অজিত কুমার দত্ত, ৩) শ্রীমতী দুর্গা দত্ত, স্বামী মলয় কুমার দত্ত, ৪) শ্রীমতী সাগরিকা পাল, পিতা- ৺মলয় কুমার দত্ত, স্বামী- শ্রী কুন্তল পাল উক্ত সম্পত্তির যৌথ মালিক হইতেছেন। উক্ত অরিজিন্যাল দলিলটি তথা উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক, বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন প্রকার বক্তব্য, দাবী-দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ১০ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানাইতে হইবে, অন্যথায়, উক্ত সময়ের পর কাহারও কোন বক্তব্য বা দাবী-দাওয়া অগ্রাহ্য হইবে।

শ্রী নরেন্দ্র কুমার দাস,
এ্যাডভোকেট,
সাং- বারুজিবী, পো: মোরপুকুর,
জেলা-হুগলী- ৭১২২৫০

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
বর্ধমান শাখা
স্বর্ণালঙ্কার নিলামের জন্য জনবিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণগ্রহীতা (শ্রী শ্রীকুমার চৌধুরি)-র বকেয়া পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাঙ্কের অনুকূলে রাখা স্বর্ণালঙ্কারের সর্বজনীন নিলামের জন্য প্রস্তাবগুলি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, নিম্নে বিশদ উল্লিখিতমতো। বর্ধমানে ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গনে দুপুর ১:০০টায় এই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।

ক্র. নং	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্বর্ণালঙ্কারের বিবরণ	মোট ওজন গ্রামে	ইএমডি টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য টাকায়
১.	০২৫৯৬৭১১০০০২৩৩০২	শ্রীকুমার চৌধুরি পিতা অমিয় কুমার চৌধুরি গ্রাম + পোঃঅঃ- সামন্তি বড়কালীতলার নিকটে, বর্ধমান - ৭১৩৪২৬ ফোন নং - ৯৭৭৫৩৫৪৬০৬	বালা	১০৭.৮০	২৪৫১৪	৪৯০২৭২
			নেকলেস	২৫.৭০	৬০০	১২০০০
			চেন	১২.৭০	২৮৮৮	৫৭৬০০
			কানের দুল	৫.২০	১০৯২	২১৮৪০
			আংটি	৬.৪০	১৪৪০	২৮৮০০
			মোট	১৫৭.৮০	৩০৫৩৪	৭১৮০০০ (রাউন্ডেড অফ)

ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাবলী সাপেক্ষে নিলাম হবে, এর যার একটি কপি প্রদর্শিত হবে ২৯.০৯.২০২৩ থেকে ০৫.১০.২০২৩ পর্যন্ত বর্ধমান শাখার নোটিস বোর্ডে এবং আগ্রহী পক্ষগুলিও এটি দেখতে পারেন। নিলামে অংশগ্রহণকারী একজন দরদাতাকে বিক্রয়ের উপরোক্ত নিয়ম ও শর্তাবলীর সম্যক জ্ঞান আছে বলে গণ্য করা হবে। দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৪.০৯.২০২৩।

স্থান: বর্ধমান
তারিখ: ২৯.০৯.২০২৩

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখা

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ২
জীবন সুধা বিল্ডিং ৮ম তল, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

কেস নং আরসি/১১১/২০১৯
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম মহ. মুজিবর রহমান এবং অন্যান্য

বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা, **২৫.০৭.২০২৩ তারিখের নির্দেশ অনুসারে** স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হবে যেমন **"সমস্ত সেই টুকরো এবং জমির পার্সেল পরিমাপ ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৪ বর্গফুট বাস্তু জমি এবং তার উপর ৪ কাঠা ৮ ছটাকের মধ্যে ০.০৭৫০ ডেসিমেল। মৌজা-গোপালপুর, জেএল নং ২, আরএস নং ১৪০, তৌজি নং ২৯৯৮, সি.এস. খতিয়ান নং ৩৭৬/৩, আর.এস. খতিয়ান নং. ৫৫৯, সিএস দাগ নং. ৫০২২, আরএস দাগ নং ৩২২৪, থানা - রাজারহাট বর্তমানে থানা - এয়ারপোর্ট অধীন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ- উত্তরে- নেপাল রায়, দক্ষিণে - বিক্রেতা মহ. ইউসুফের খাস বাস্তু জমি, পূর্বে- গ্রাম পঞ্চায়েতের ইট নির্মিত রাস্তা, পশ্চিমে - রহিম মণ্ডল (১৯৯১ সালের বিক্রয় দলিল নং ৭২৮১ অনুযায়ী মহ. মুজিবর রহমানের নামে এডিএসআরও-বিধাননগর, সল্টলেক সিটিতে ১৪/০৮/১৯৯১ তারিখে নিবন্ধিত)"** সাধারণ নিলামের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে ই-নিলাম মাধ্যমে এবং ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে ইচ্ছুক ক্রেতাদের ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে বায়না জমা করতে হবে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতার অনুকূলে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাঙ্কের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে উল্লিখিত আমানত সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বিক্রয়ের অর্থের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪টার মধ্যে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পরে, যদি পরের দিন ছুটি বা রবিবার হয় তবে প্রথম কাজের দিন, ব্যর্থ হলে বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে।

নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ক্রেতাকে বিক্রয়ের আয়ের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। যে রিজার্ভ মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল **২৯,৬২,০৫০ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার পঞ্চাশ টাকা) এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ হবে ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ**। ১৫-৯-২০২৩ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণা অনুসারে অন্যান্য শর্তাবলী একই রকম থাকবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই-নিলাম) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **০৬.১১.২০২৩ তারিখে দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৪টে** পর্যন্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ৩ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন সহ পরিচালিত হবে ওয়েবসাইট http://drt.auctiontiger.net মাধ্যমে। সম্ভাব্য দরদাতাকে http://drt.auctiontiger.net থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং ০৩.১১.২০২৩ তারিখে বা তার আগে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব সহ কলকাতায় প্রদেয় রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - ২, কলকাতার অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে বায়না জমা দিতে হবে।

তবে নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোন ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না। লগইন এবং অনলাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত পার্টিসিপ্যান্ট/ আগ্রহী ক্রেতার কাছে ই-নিলাম প্রদানকারী কোম্পানির পরবর্তী নির্দেশাবলীর সাথে পাঠানো হবে।

অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর বিশদ বিবরণ **ই-প্রোকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লি. মোবাইল নাম্বার ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ইমেল : support@auctiontiger.net.**

আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং ই-নিলামের ক্ষেত্রে অন্য কোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট **http://drt.auctiontiger.net**-এ দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **শ্রীমতি ফরিদা ইয়াসমিন, মোবাইল নম্বর ৯৪৩৩৩০৮১০৩।**

স্থান : কলকাতা (এ. কে. পান্ডা)
তারিখ : ১৫.০৯.২০২৩ রিকভারি অফিসার

SKIPPER Limited
SKIPPER LIMITED

Our Company was originally incorporated under the Companies Act, 1956 on March 5, 1981, in the name of "Skipper Investments Limited" pursuant to a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, West Bengal. The name of the Company was changed to Skipper Steels Limited and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on April 26, 1984 by the Registrar of Companies, West Bengal. During the year 2008, pursuant to a Scheme of Amalgamation, Bansal Cylinders & Tubes Limited and Vishwajyothi Tracon Private Limited, S K Bansal Group Companies, were amalgamated with Skipper Steels Limited vide order dated April 28, 2008 of the Hon'ble High Court at Calcutta. Subsequently, Bansal Cylinders & Tubes Limited and Vishwajyothi Tracon Private Limited were dissolved pursuant to the said Scheme of Amalgamation. During the year 2009, pursuant to a Scheme of Amalgamation, Skipper Infrastructure Limited, a S K Bansal Group Company, was amalgamated with Skipper Steels Limited vide order dated March 24, 2009 of the Hon'ble High Court at Calcutta. Subsequently, Skipper Infrastructure Limited was dissolved pursuant to the said Scheme of Amalgamation. Thereafter, the name of the Company was rechristened to its present name to "Skipper Limited" and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on September 7, 2009 by the Registrar of Companies, West Bengal. For further details regarding our Company and change in address of the registered office, please refer to "General Information" beginning on page no. 39 of the Draft Letter of Offer.

Registered Office: 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata- 700017; Tel. No.: (033) 2289 5731/ 5732; **Fax No.:** (033) 2289 5733; **Contact Person:** Mrs. Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer), **Corporate Identity Number:** L40104WB1981PLC033408; **E-mail id:** anu.singh@skipperlimited.com; **Website:** www.skipperlimited.com;

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SAJAN KUMAR BANSAL, MR. SHARAN BANSAL, MR. DEVESH BANSAL, MR. SIDDHARTH BANSAL, MRS. MEERA BANSAL, MRS. SUMEDHA BANSAL, MRS. RESHU BANSAL, MRS. SHRUTI M. BANSAL, SKIPPER PLASTICS LIMITED, VENTEX TRADE PRIVATE LIMITED, AAKRITI ALLOYS PRIVATE LIMITED, SAMRIDDHI FERROUS PRIVATE LIMITED, SKIPPER POLYPIPES PRIVATE LIMITED, UTSAV ISPAT PRIVATE LIMITED, VAIBHAV METALS PRIVATE LIMITED, SK BANSAL LEGACY TRUST - HELD BY SAJAN KUMAR BANSAL AS TRUSTEE, SK BANSAL FAMILY TRUST - HELD BY MEERA BANSAL AS TRUSTEE, SK BANSAL UNITY TRUST - HELD BY MEERA BANSAL AS TRUSTEE, SK BANSAL HERITAGE TRUST - HELD BY SAJAN KUMAR BANSAL AS TRUSTEE

RIGHTS ISSUE OF UP TO [•] PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1/-(RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RS. [•] (RUPEES [•] ONLY) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF RS. [•] PER EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT UPTO RS.2,000/- MILLION (RUPEES TWO THOUSAND MILLION ONLY) ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [•] RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY [•] FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS [•] (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 195 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended **(the "SEBI ICDR Regulations")** to state that Skipper Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue equity shares to its equity shareholders on rights basis and has filed the Draft Letter of Offer **("DLOF")** dated September 25, 2023 with the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**, BSE Limited **("BSE")** and National Stock Exchange Limited **("NSE")** on September 27, 2023.

Pursuant to the Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with SEBI, BSE and NSE is open for public comments if any. DLOF is hosted on the website of SEBI i.e.,www.sebi.gov.in, the website of the recognized stock exchanges where the equity shares of the Company are presently listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, at the website of the Company i.e. www.skipperlimited.com and at the website of the Lead Manager i.e. VC Corporate Advisors Private Limited at www.vccorporate.com. All the members of the public are hereby invited to provide their comments on the DLOF to SEBI, BSE and NSE with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is requested to send a copy of the comments to SEBI, BSE and NSE and to the Company or the Lead Manager to the issue at their respective addresses mentioned herein. All Comments must be received by the Company on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the above-mentioned date of filing of DLOF with SEBI.

Investments in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the issue. For taking an investment decision investor must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Rights Equity Shares in the Issue has not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft letter of Offer. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors"- on page 19 of the Draft Letter of Offer.

NOTE: All Capitalized Term used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DLOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
VC Corporate Advisors Private Limited CIN: U67120WB2005PTC106051 **SEBI REGN. No.:** INM000011096 **Validity of Registration:** Permanent **Contact Person:** Ms. Urvi Belani/ Mr. Premjeet Singh **Address:** 31, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No.-2C, Kolkata- 700 013 **Tel.No.:** (033) 22253940 **E-mail Id:** mail@vccorporate.com **Investor Grievance e-mailid:** mail@vccorporate.com **Website:** www.vccorporate.com	**Maheshwari Datamatics Private Limited** CIN: U20221WB1982PTC034886 **SEBI REGN. No.:** INR000000353 **Validity of Registration:** Permanent **Contact Person:** Mr. Ravi Bahl **Address:** 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001 **Tel. No.:** (033) 2248 2248 **Fax No.:** (033) 2248 4787 **Email Id:** mdpldc@yahoo.com **Investor Grievance e-mail id:** mdpldc@yahoo.com **Website:** www.mdpl.in	SKIPPER Limited **Anu Singh** 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata -700017 **Tel. No.:** (033) 22895731/32 **Fax No.:** (033) 2289 5733 **Email:** anu.singh@skipperlimited.com Members are advised to contact the Company Secretary and Compliance Officer or Registrar to the Issue for any pre-issue and post-issue related formalities.

For Skipper Limited
On the behalf of Board of Directors
Sd/-
Sajan Kumar Bansal
Managing Director
DIN: 00063555

Date: September 28, 2023
Place: Kolkata

Disclaimer: Skipper Limited is proposing, subject to applicable Statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue its equity shares on rights basis and has filed a Draft Letter of Offer with the SEBI, BSE and NSE. The Draft Letter of Offer shall be available on the website of the issuer company at www.skipperlimited.com, on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, and NSE at www.nseindia.com, and also in the website of the Lead Manager at www.vccorporate.com. Investors should note that investment in equity involves a high degree of risk. For details investors should refer to and reply on the draft letter of offer including the section "Risk Factors"- on page 19 of the Draft Letter of Offer.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note the distribution of the DLOF and issue of equity shares on rights basis to person in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights entitlement or Rights Equity shares will be deemed to have declared, warranted and agreed that at the time of subscribing for the Right Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in the restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, Issuing and allotting Rights Equity Shares within its Jurisdictions, and/or to its citizens, The offering to which the DLOF relates is not and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a Solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements.

SBI
এসবিআই, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া, (কোড নং : ৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল ৯কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া
হুগলি, পিন - ৭১২২৩৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, উত্তরপাড়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-নং ৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, উত্তরপাড়া শাখার** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) অ্যাকাউন্ট নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **শ্রী ললিত কুমার মন্ডল পিতা বিজয় মন্ডল** ঠিকানা ব্লক-বি, ২য় তল, ফ্ল্যাট দক্ষিণ পশ্চিম মুখী, বালি গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, পূর্ব সাঁপুইপাড়া, পো. নিশ্চিন্দা, থানা - বালি, হাওড়া - ৭১১২২৭ এবং আরও ৩, রঘুনন্দন লেন, পো. বিডন স্ট্রিট, থানা - জোড়াবাগান, কলকাতা - ৭০০০০৬ খ) হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং : **৩৫৩১২৬৪০৫০৭** সুরক্ষা এ/সি নং : **৩৫৩১২৬৭৬০৩৩**	**জমি এবং ভবনের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকরারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ০৯ (নয়) কাঠা ০৬(ছয়) ছটাক কমবেশি অবস্থিত জি-৪ তলা পাকা বাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩ , আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা-বালি, থানা-নিশ্চিন্দা (বালি),জেলা- হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ৬২২৩ এর অংশ, দক্ষিণে : রোড এবং সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : মানবেন্দ্র গোস্বামীর ভবন সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পরিমাণ ১১০৪ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক টয়লেট, এক ডাইনিং রুম,এক কিচেন, এক ব্যালকনি, দ্বিতীয় তলে সমন্বিত। ব্লক বি - জি-৪ তলা ভবনে সকলের ব্যবহারের জন্য লিফট সুবিধা সহ আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩,আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা-বালি, থানা-নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা-হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার-হাওড়া, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : খোলা জায়গা, পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রী ললিত কুমার মন্ডলের নামে** উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০৬৬৯৫-২০১৫,ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৫, পৃষ্ঠা ১০৪৫৪৮ থেকে ১০৪৫৮০, রেজিস্টার্ড নথিভুক্ত বুক নং-১, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	**ক) ২৭.০৯.২০২৩ খ) ০৩.০৬.২০২৩ গ) ১৯,৬৪,৫১০.০০ টাকা (উনিশ লাখ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো দশ টাকা)** ০৩.০৬.২০২৩ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ। চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণের উপর সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দানে দায়বদ্ধ।
২.	ক) **শ্রী মনরাজ সিং** পিতা উজাগির সিং ঠিকানা গোরখ নাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩, ২য় তল, ব্লক - বি, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত, পূর্ব সাঁপুইপাড়া, পো. নিশ্চিন্দা, থানা - বালি, হাওড়া - ৭১১২২৭ এবং আরও ১/এইচ/৩০, রমেশ দত্ত স্ট্রিট, পো. বিডন স্ট্রিট, থানা গিরিশ পার্ক, কলকাতা - ৭০০০০৬ খ) হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং : **৩৫২৫৯৮৯০৮৭২** সুরক্ষা এ/সি নং : **৩৫২৫৯৮৯১৩০০**	**জমি এবং ভবনের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকরারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ০৯ (নয়) কাঠা ০৬ (ছয়) ছটাক কমবেশি অবস্থিত জি-৪ তলা পাকা বাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা-বালি, থানা-নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা- হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া,**চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ৬২২৩ এর অংশ, দক্ষিণে : রোড এবং সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : মন্দির এবং সাধারণ চলার পথ এবং দিলীপ ঘোষ এবং অন্যান্যর ভবন, পূর্বে : মহেশ সানি এবং অন্যান্যর ভবন সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের বিবরণ** : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট লিফট সুবিধা সহ ফ্ল্যাট নং ০৩, পরিমাণ কমবেশি ৮৩৮ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন এক টয়লেট এবং এক বারান্দা দ্বিতীয়তলে, জি-৪ তলা ভবনে আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩,আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল ১৪, মৌজা -বালি, থানা-নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা- হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এবং সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি ও পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি নিম্নরূপ** : উত্তরে : মন্দির, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ০৪, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ০২ সমন্বিত। সম্পত্তি শ্রী মনারাজ সিং এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০৫৮৩৫-২০১৫ সালের, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৫, পৃষ্ঠা ৮৩১৯৬ থেকে ৮৩২৩৩, নথিভুক্ত বুক নং ১, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ	**ক) ২৭.০৯.২০২৩ খ) ১৭.০৫.২০২৩ গ) ১৬,৩১,৬৫৮.০০ টাকা (ষোলো লাখ একত্রিশ হাজার ছশো আটান্ন টাকা)** ১৭.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ। চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণের উপর সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দানে দায়বদ্ধ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতাগণকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৭.০৯.২০২৩
স্থান - উত্তরপাড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮/৮২০
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ, (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম্বার গ) শাখা :	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী বিভূতি ঘোষ** সহ-ঋণগ্রহীতা : **শ্রীমতি নিভা ঘোষ** **খ) লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার ১১৩৫৬৭৫১০০০০২৮৪৪ ১১৩৫৬৭৫১০০০০২৮৫১** **গ) শাখা : বারুইপুর**	**১. ১০.০৫.২০২৩ ২. ২৭.০৯.২০২৩ ৩. ২০,৭৫,৭৭৬.০০ টাকা (কুড়ি লাখ পঁচাত্তর হাজার সাতশো ছিয়াত্তর টাকা) টাকা** ০৯.০৭.২০২২ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৯ ছটাক ১০ বর্গফুট, মৌজা- চম্পাহাটি,জেএল নং ২৪, আরএস নং ১০৩, তৌজি নং ১০৯, সিএস দাগ নং ১৮০৩, সিএস খতিয়ান নং ৮৬, আরএস দাগ নং ১৯৩৬, এলআর দাগ নং ২০৩৯, খতিয়ান নং ১৬৫, এলআর খতিয়ান নং ৪১৫৮, হোল্ডিং নং ৬৩৬, আনন্দপল্লি, থানা- বারুইপুর, চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : রমেন নস্করের সম্পত্তি, পূর্বে : সৌমেন দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : রমেন নস্করের সম্পত্তি সমন্বিত। সংশ্লিষ্টস্থিত একতলা নির্মাণ এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী নির্মাণ সমুদয় সম্পত্তি।**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা : এ.কে.এম. কামরুজ্জামান** সহ-ঋণগ্রহীতা : **সিরিয়া বেগম** **খ) লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার ০১৮৪৬৭৫১০০০১৩৮১৯ ০১৮৪৬৭৫১০০০১৫৬০৪ ০১৮৪৬৭৫১০০০১৬৭০০ ০৭৬২৬৭৫১০০০০০৬৩৯** **শাখা : সল্টলেক**	**১. ১০.০৭.২০২৩ ২. ২৭.০৯.২০২৩ ৩. ৯৪,১৫,৪৯৩.২০ টাকা (চুরানব্বই লাখ পনের হাজার চারশো তিরানব্বই টাকা এবং কুড়ি পয়সা) টাকা ০৯.০৪.২০২৩ অনুযায়ী**	**হস্তান্তর দলিলনং ৯১৬৯-১৯৮৫ সালের,৯১৭০-১৯৮৫ সালের, ৯১৭১-১৯৮৫ সালের এবং ৯১৭২-১৯৮৫ সালের।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৬.৫ শতক এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : উত্তর কাঁটালিয়া,জেএল নং ৯১, আরএস দাগ নং ১১৪৪, এবং এলআর দাগ নং ১১৬০, থানা -ভাঙ্গর, তহশিল - খাসিপুর, ভোগালি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, তৌজি ন ৫৬, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন কোড - ৭৪৩৫০২, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : গীতা রানি চক্রবর্তীর সম্পত্তি, দক্ষিণে : আশুতোষ মজুমদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : আশু মজুমদার এবং আঙ্গুর বালা, পূর্বে : পাকা সড়ক সমন্বিত। সংশ্লিষ্টস্থিত একতলা নির্মাণ এবং যাবতীয় স্থায়ী ও অস্থায়ী নির্মাণ বর্তমান ও পরবর্তীর সমুদয়।
৩.	ক) ঋণগ্রহীতা : **কুতুবউদ্দিন মোল্লা** সহ-ঋণগ্রহীতা : **সাবিনা খাতুন** **খ) লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার ০৭৬২৬৭৫১০০০০০৫৫০ ০৭৬২৬৭৫১০০০০০৫৬৯ ০৭৬২৬৭৫১০০০০০৭৫৪** **গ) শাখা : ঘটকপুকুর**	**১. ২৪.০৭.২০২৩ ২. ২৭.০৯.২০২৩ ৩. ৩৩,৯৪,০১৮.৪৮ টাকা (তেত্রিশ লাখ চুরানব্বই হাজার আঠারো টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) টাকা** ০৯.০৪.২০২২ অনুযায়ী	**হস্তান্তর দলিল নং ১-১৬২১-০৩০১৪/২০১৮** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩৬.০৭ ডেসিমেল এবং ভবন অবস্থিত মৌজা-উত্তর কাঁটালিয়া,জেএল নং ৯১, আরএস দাগ নং ২৪৬২ এবং ৩৪৩৫, আরএস খতিয়ান ৪৯৭ এবং ২০১, সিএস দাগ নং ৩৩৯৯, সিএস খতিয়ান নং ১৪৫, পি এস কাশীপুর, তহশিল : খাসিপুর, ভোগালি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন কোড- ৭৪৩৫০২,পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ২৭.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগে হেনস্তা, ভাইরাল ভিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একটি ঘরের মধ্যে বুকের কলার ধরে মারধর করা হচ্ছে মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মধ্যক্ষ স্বপন মিশ্রকে। তিনি আবার তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন ছবি ভাইরাল হতেই জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। আর তাকে ঘিরেই এমন মারধরের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই এখন রাজনৈতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। একদা মালদা জেলার তৃণমূলের দৌদন্ড প্রতাপ নেতা হিসাবে পরিচিত মুখ

ছিল স্বপন মিশ্র। তিনি রাজ্যের প্রাক্তন এক মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। ২০১২ সাল থেকে স্বপন মিশ্র মালদা জেলা তৃণমূলের একাধিক পদ সামলেছেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের আসন থেকে জয়ী হয়ে তিনি কর্মধ্যক্ষের পদ সামলেছেন। এমনকী ২০১৩-১৪ সালে মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পদেও তিনি নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে স্বপন মিশ্রের বিরুদ্ধে প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার বিনিময়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা জেলা।

এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্বপনবাবু তৃণমূলের প্রার্থী পদ হিসাবে টিকিট পাননি। এমনকী পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচতে তিনিও গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন বলে অভিযোগ। যদিও জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সাফ বক্তব্য, উনি কার কাছ থেকে কি টাকা নিয়েছেন, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে স্বপন মিশ্র তৃণমূলের সঙ্গে কখনোই জড়িত নয়। উল্লেখ্য, রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মালদার কাজিগ্রাম এলাকার বাসিন্দা স্বপন মিশ্র বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। মালদা শহরের সানি পার্কে তার বাড়িও ছিল। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার পর পাওনাদারদের চাপে পড়ে নিজের বাড়িও তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

বিজেপি জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ি বলেন, দুর্নীতিতে কারা যুক্ত এখন তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে। ঘটনাটি অত্যন্ত নিন্দনীয়, মানুষ এর জবাব দিবে।

তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য প্রসেনজিৎ দাস জানিয়েছেন, স্বপন মিশ্রের ব্যাপারে ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখেছি। অনেকের মুখেও শুনেছি। তিনি যদি এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকেন দল তার দায়িত্ব কোনোভাবেই নেবে না। তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনওরকম ভিত্তিহীন অভিযোগ উঠলে তা বরদাস্ত করা হবে না।

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি পঞ্চাননতলা ব্রাঞ্চ (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন নং : ৯১ ৩৩ ২৬৩৭৩০০৫, ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পঞ্চাননতলা, হাওড়া আরএসিপিসি শাখার** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-নং ৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পঞ্চাননতলা শাখার** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রীমতি সীমা মন্ডল** স্বামী সঞ্জিত মন্ডল সাকিন সাধুর বাগান, পো. এবং থানা - রানাঘাট, নদিয়া - ৭৪১২০১ এবং অন্য ঠিকানা নিয়ন রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং ৩এল, ব্লক - সি, ৪র্থ তল, ১৮, গুহ পার্ক (পূর্বতন ৭ গুহ পার্ক), থানা - লিলুয়া, হাওড়া- ৭১১২০৪ (সিলভার জুবিলি হাসপাতালের নিকট) এবং আরও ঠিকানা ১৬৫, সাধুর বাগান, পো. এবং থানা - রানাঘাট, নদিয়া - ৭৪১২০১ **লোন এ/সি নং : ৩৯৩৫১৪১৩৯৫৩ (এইচবিএল), লোন এ/সি নং : ৩৯৩৫১৩৮৩২৩৪ (সুরক্ষা)**	**জমি এবং ভবনের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ৫১ ডেসিমেল (কমবেশি) অবস্থিত মৌজা- লিলুয়া, থানা- লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, বর্তমানে প্রেমিসেস/হোল্ডিং নং ১৮, গুহ পার্ক(সাবেক ৭ গুহ পার্ক), ওয়ার্ড নং ৬৫, দাগ নং ১৯৯৬, খতিয়ান নং ১৪০৭(বর্তমানে ৬৩৯), এলআর খতিয়ান নং ৬৭১৪, পিন- ৭১১২০৪, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে: প্রেমিসেস নং ৩, গুহ পার্ক, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ২৬ রবীন্দ্র সরণি,পূর্বে : শান্তিনগর সোসাইটি হাউজিং কমপ্লেক্স, পশ্চিমে : গুহ পার্ক সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩এল সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯৮ বর্গফুট কমবেশি চতুর্থতলে, ব্লক-সি, 'নিওন রেসিডেন্সি' ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির এবং সংশ্লিষ্ট ভবনে সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি: উত্তরে: খোলা জায়গা এবং সাধারণ চলার পথ,দক্ষিণে : সিঁড়ি এবং সাধারণ চলার পথ,পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ৩এল, পশ্চিমে : খোলা জায়গা এবং সাধারণ চলার পথ সমন্বিত। উক্ত সম্পত্তি **শ্রীমতি সীমা মন্ডলের** নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০৫২৬১-২০২১ সালের, ভল্যুম নং ১৯০১ -২০২১, পৃষ্ঠা ৩০৪৬০১ থেকে ৩০৪৬৬০ । নথিভুক্ত বুক নং ১, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার-অ্যাস্যুরেন্স অফিস-এ আর এ -১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ০৯.০৬.২০২৩ খ) ২৬.০৯.২০২৩ গ) ২৬,৬৪,৫৮৩.০০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো তিরাশি টাকা) ০৯.০৬.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ
২	**শ্রীমতি অন্বেষা মুখার্জি** পিতা শ্রী রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় পিতা প্রয়াত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাকিন "শ্যামসুন্দর আবাসন" ফ্ল্যাট নং ২/সি, ৩য় তল, ৭০, ঠাকুরবাটি স্ট্রিট, পো. মাহেশ, থানা - শ্রীরামপুর, হুগলি - ৭১২২০১ **লোন এ/সি নং : ৩৬১৯১০২৫০৪৩ (এইচবিএল)**	**জমি এবং ভবনের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ১৩ কাঠা অবস্থিত মৌজা- বল্লভপুর, জেএল নং ১৪, আরএস প্লট নং ২৫৩, এলআর দাগ নং ২০৩৯, ২১৩৯, ২১৪৩, ২১৪৪, ২১৪৫, ২১৪৬, ২১৪৭, ২১৪৮, ২১৪৯, ২১৫০, এলআর খতিয়ান নং ১৬৬, ৩৪৩, ৬৪২, ৬৬৪, ৮০৪, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬, ৩২২১, ৩২২২, ৩২২৩, ৩২২৪, ৩২২৫, ৩২২৬, ৩২২৭, ৩২২৮, ৩২২৯, ৩২৩০, পুর হোল্ডিং নং ৭০, ঠাকুরবাটী স্ট্রিট, শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন, পো- মাহেশ, থানা-শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলি, চৌহদ্দি : উত্তরে : ঠাকুরবাটী স্ট্রিট, দক্ষিণে : মধুমিতা চ্যাটার্জির পুকুর, পূর্বে : ইন্দ্রনাথ কর এবং সমর ব্যানার্জির ভবন, পশ্চিমে : বাসুদেব মুখার্জি এবং স্বপন গাঙ্গুলির ভবন সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের টাইল ফিনিশড ফ্ল্যাট , লিফট সহ নং ২/সি, পরিমাণ এরিয়া ৯১৫ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া) ২০১ বর্গফুট (সুপারবিল্ট আপ এরিয়া)মোট ১১১৬ বর্গফুট তৃতীয় তলে পরিচিত 'শ্যামসুন্দর আবাসন' নামে ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট আবাসনে সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত এবং সংশ্লিষ্ট শৌচালয় এবং যাবতীয় ফিক্সচার এবং ফিটিংস এর ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে: ফ্ল্যাট নং ২/ডি, খোলা জায়গা এবং করিডর, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ২/বি, পশ্চিমে : খোলা জায়গা সমন্বিত। সম্পত্তি **শ্রীমতি অন্বেষা মুখার্জি এবং শ্রী রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়ের** নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৫০৪৩৪৫-২০১৭ সালের, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৪৪৬৪ থেকে ১০৪৫১৩, নথিভুক্ত বুক নং ১, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ২১.০৬.২০২৩ খ) ২৫.০৯.২০২৩ গ) ২৭,১১,৯৮৫.০০ টাকা (সাতাশ লাখ এগারো হাজার নশো পঁচাশি টাকা) ২১.০৬.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ
৩	**শ্রী ললিত কুমার মন্ডল** পিতা বিজয় মন্ডল ঠিকানা ব্লক-বি, ২য় তল, ফ্ল্যাট দক্ষিণ পশ্চিম মুখী, বালি গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, পূর্ব সাঁপুইপাড়া, পো. নিশ্চিন্দা, থানা - বালি, হাওড়া - ৭১১২২৭ এবং আরও ৩, রঘুনন্দন লেন, পো. বিডন স্ট্রিট, থানা - জোড়াবাগান, কলকাতা - ৭০০০০৬ **লোন এ/সি নং : ৩৫৩১২৬৪০৫০৭ (এইচবিএল)** **লোন এ/সি নং : ৩৫৩১২৬৭৬০৩৩ (সুরক্ষা)**	**জমি এবং ভবনের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকরারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ০৯ (নয়) কাঠা ০৬(ছয়) ছটাক কমবেশি অবস্থিত জি-৪ তলা পাকা বাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা-বালি, থানা-নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা- হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া, **চৌহদ্দি** : উত্তরে : দাগ নং ৬২২৩ এর অংশ, দক্ষিণে : রোড এবং সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : মানবেন্দ্র গোস্বামীর ভবন সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পরিমাণ ১১০৪ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক টয়লেট, এক ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, দ্বিতীয় তলে সমন্বিত। ব্লক বি - জি-৪ তলা ভবনে সকলের ব্যবহারের জন্য লিফট সুবিধা সহ আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩,আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা-বালি, থানা-নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা-হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার-হাওড়া, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : খোলা জায়গা, পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রী ললিত কুমার মন্ডলের নামে** উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০৬৬৯৫-২০১৫ সালের, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৫, পৃষ্ঠা ১০৪৫৪৮ থেকে ১০৪৫৮০, রেজিস্টার্ড নথিভুক্ত বুক নং-১, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ০৩.০৬.২০২৩ খ) ২৭.০৯.২০২৩ গ) ১৯,৬৪,৫১০.০০ টাকা (উনিশ লাখ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো দশ টাকা) ০৩.০৬.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ
৪	**শ্রী মনরাজ সিং** পিতা উজাগির সিং ঠিকানা গোরখনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩, ২য় তল, ব্লক - বি, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত, পূর্ব সাঁপুইপাড়া, পো. নিশ্চিন্দা, থানা - বালি, হাওড়া - ৭১১২২৭ এবং আরও ১/এইচ/৩০, রমেশ দত্ত স্ট্রিট, পো. বিডন স্ট্রিট, থানা গিরিশ পার্ক, কলকাতা - ৭০০০০৬ **লোন এ/সি নং : ৩৫২৫৯৮৯০৮৭২ (এইচবিএল)** **লোন এ/সি নং : ৩৫২৫৯৮৯১৩০০ (সুরক্ষা)**	**জমি এবং ভবনের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকরারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ০৯ (নয়) কাঠা ০৬ (ছয়) ছটাক কমবেশি অবস্থিত জি-৪ তলা পাকা বাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা-বালি, থানা-নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা- হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া,**চৌহদ্দি** : উত্তরে : দাগ নং ৬২২৩ এর অংশ, দক্ষিণে : রোড এবং সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : মন্দির এবং সাধারণ চলার পথ এবং দিলীপ ঘোষ এবং অন্যান্যর ভবন, পূর্বে : মহেশ সানি এবং অন্যান্যর ভবন সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট লিফট সুবিধা সহ ফ্ল্যাট নং ০৩, পরিমাণ কমবেশি ৮৩৮ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন এক টয়লেট এবং এক বারান্দা দ্বিতীয় তলে, জি-৪ তলা ভবনে আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, জেএল নং ১৪, মৌজা-বালি, থানা-নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা-হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এবং সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি ও পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : মন্দির, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ০৪, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ০২ সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রী মনরাজ সিং** এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০৫৮৩৫-২০১৫ সালের, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৫, পৃষ্ঠা ৮৩১৯৬ থেকে ৮৩২৩৩, নথিভুক্ত বুক নং ১, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ১৭.০৫.২০২৩ খ) ২৭.০৯.২০২৩ গ) ১৬,৩১,৬৫৮.০০ টাকা (ষোলো লাখ একত্রিশ হাজার ছশো আটান্ন টাকা) ১৭.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৯.০৯.২০২৩
স্থান - পঞ্চাননতলা, হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব, দু'সপ্তাহ ধরে জেলায় চলছে পরিচ্ছন্ন ও সচেতনতা সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। পরিস্থিতির মোকাবিলায় দু'সপ্তাহ ধরে কাজে নেমেছে জেলা প্রশাসন। জেলার প্রতিটি মহকুমায় সচেতনতার ওপরে জোর দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। প্রতিটি পুরসভা ও ব্লকে ব্লকে আধিকারিকরা গিয়ে এলাকা পরিদর্শন করছেন। দেখছেন কোথায় জল জমে আছে কিনা। পঞ্চায়েত ও পুরসভার এলাকাগুলিতে জল-জঙ্গল ও জঙ্গাল পরিষ্কার করার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েত ও পুরসভা এলাকাগুলিতে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানের পাশাপাশি কীটনাশক স্প্রে করা শুরু হয়েছে।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরিচ্ছন্ন ও সচেতনতা চলতে গত সপ্তাহ থেকে। এই কয়দিনে জেলাশাসক নিজে গিয়ে জেলার বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন করছেন। উৎসাহ দিচ্ছেন প্রশাসন আধিকারিকদের। গত শনিবার সোনারপুর ব্লকের বনহুগলি-২ গ্রামে ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে একটি পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। জেলার সোনারপুর, ভাঙর, সাগর, নামখানা, কুলতলি, বারুইপুর, বজবজ, মহেশতলা, ক্যানিং, জয়নগর, পাথরপ্রতিমা সহ সর্বত্র সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।

ফের সক্রিয় গোরু পাচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বিহার ঝাড়খণ্ডের গোরু পাচারের নতুন করে সেফ করিডর হয়ে উঠছে আসানসোলের জাতীয় সড়ক।

মধ্যেই গোরু পাচারের মামলা স্থানান্তরিত হয়েছে এ রাজ্য থেকে দিল্লিতে। অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলের একাংশের অভিযোগ ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে গোরু পাচার চক্র। বুধবার রাতে ৩৮টি গোরু বোঝাই বড় লরি ধরা পড়ল ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে জামুরিয়া থানা এলাকায়। জামুরিয়ার নিঘা এলাকার স্থানীয় মানুষজন ধরে ফেললেন সেই লরি। অভিযোগ নিঘার ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি গোরু বোঝাই লরি আটক করে জামুরিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। গোরু বোঝাই লরির কাগজপত্র রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কিন্তু অভিযোগ ওই লরির চালক এবং খালাসি পালিয়ে গেছে তাই কাগজপত্র ঠিকমতো পুলিশের হাতে আসেনি। অন্যদিকে লরিটির নম্বর পশ্চিমবাংলার। তাই ঝাড়খণ্ড থেকে লরিটি ঢুকে কোথায় যাচ্ছিল সেই নিয়ে ধন্দে রয়েছে। ওই লরিতে যেভাবে গাদাগাদি করে গোরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাতে একটি বাছুর মারা গেছে। বেশ কয়েকটি অসুস্থ বলে অভিযোগ। রাতেই জামুরিয়া থানার শ্রীপুর এলাকা থেকে রানিগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ি এলাকায় গোরু বোঝাই ওই লরিটি নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত স্থানীয় একটি গোশালায় গোরুগুলিকে রাখা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মালদা জেলাকে ডেঙ্গুপ্রবণ বলে ঘোষণা, ড্রোন উড়িয়ে জমা জলের হদিস পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরে ক্রমাগত থাবা বসাচ্ছে ডেঙ্গু। আর মশাবাহিত এই রোগ ঠেকাতে ড্রোনের মাধ্যমে বিভিন্ন বাড়ির ছাদগুলিতে জমা জলের হদিস চালানোর উদ্যোগ নিল ইংরেজবাজার পুরসভা এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ। কোন বাড়ির ছাদে ট্যাংকি, চৌবাচ্চা অথবা কোনও পরিত্যক্ত জায়গায় জল জমে রয়েছে কিনা তা তদারকি করতেই ড্রোনের সাহায্য নেই পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার সকালে ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় ড্রোন উড়িয়ে ডেঙ্গুর উৎস মশার লার্ভার খোঁজ চালানো হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ দাস সহ পুরসভা ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। বৃষ্টির জমা জল বাড়িতে যাতে কোনও জায়গায় জমে না থাকে সেব্যাপারেও প্রচার করা হচ্ছে। প্রতিটা বাড়ি ঘুরে ঘুরে তদারকি করে দেখা সম্ভব নয়। তাই ড্রোন উড়িয়ে পুরসভার অন্তর্গত বিভিন্ন বাড়ির ছাদগুলিতেই জমা জলের হদিস চালানো

হয়েছে। তবে এদিন কোথাও সেরকম ছবি ধরা পড়েনি।

জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের জেলায় মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১,২১৩ জন। গত সপ্তাহে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১১০ জন। চলতি সপ্তাহে এখনো পর্যন্ত ৪০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন করে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ইংরেজবাজার পুরসভার বেশ কিছু ওয়ার্ডে। এছাড়াও রতুয়া ১ ব্লক এবং কালিয়াচক ৩ ব্লকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে অনেকেই মালদা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে ডেঙ্গি মোকাবিলায় টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে মালদা জেলা প্রশাসন। সমস্ত চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এমনকী বৃহস্পতিবার থেকে ড্রোন উড়িয়ে জমা জল খোঁজার কাজ শুরু করেছে মালদা জেলা প্রশাসন ও পুরসভা। স্কুল এবং নার্সিংহোমগুলি পরিদর্শন করবে টাস্ক ফোর্স। কোনও বেসরকারি নার্সিংহোম বা হাসপাতাল ডেঙ্গু প্রটোকল না মানলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মালদা জেলাকে ডেঙ্গুপ্রবণ এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইংরেজবাজারের চারটি ওয়ার্ড ৭,১২,১৩ ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ড এবং ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে হটস্পট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরই এদিন জরুরি ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন বৈঠক ডাকে।

জেলাশাসক নীতিন সিংঘানিয়া জানিয়েছেন, হটস্পট এলাকা গুলিতে ড্রোন সার্ভে করা হবে। যাতে কোথাও জল জমা না থাকে। সাতদিন অন্তর রিপোর্ট নেওয়া হবে। গ্রামের ক্ষেত্রে বৈঠক করতে হবে। স্কুল গুলিকেও সর্তক করা হয়েছে।জেলার ৩২০০ স্কুলের শিক্ষকদের সর্তক করার পাশাপাশি বিদ্যালয় গুলি পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় সমস্ত চিকিৎসকদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

বৃদ্ধাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: বৃদ্ধাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ধৃত অভিযুক্ত। বিক্ষোভ এলাকায়। বৃদ্ধা বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ মারধর করা হয়েছে নিহত বৃদ্ধার ছেলে বউমা ও স্বামীকেও। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাত ১১ টা নাগাদ গাইঘাটা থানার মানিকহীরা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত বৃদ্ধার নাম কানন রায় (৬২)। পুলিশ বুধবার রাতেই অভিযুক্ত সমীর মল্লিককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এই দিকে বৃদ্ধা খুনের পর উত্তেজিত বাসিন্দারা যুব তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নিরুপম রায়ের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। আরও অভিযোগ যুব তৃণমূল সভাপতি এবং তার বাবার মদতে এই হামলা। যদিও নিরুপমের পাল্টা অভিযোগ, বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা বৃহস্পতিবার সকালে আমার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে। আমার বাবা বিশ্বজিৎ রায়কে বাঁশ দিয়ে মেরে পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ গিয়ে নিরুপমের পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করে। নিরুপমের বাবাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ টহল চলছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কানন দেবীর মৃতদেহ গ্রামে পৌঁছয় কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন। তাঁদের দাবি নিরুপমবাবুর ইন্ধনে সমীর খুন করেছে কাননদেবীকে। পুলিশ জানিয়েছে, মানিকহীরা এলাকার বাসিন্দা জয়ন্ত রায় বিজেপি কর্মী। গত পঞ্চায়েত ভোটে তিনি এবং তাঁর পরিবারের লোকজন বিজেপি হয়ে প্রচার করেছিলেন। জয়ন্তবাবুর দাবি, আমরা বিজেপি করি বলে কিছুদিন ধরেই আমাদের উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ এবং কটূক্তি করছিল সমীর। জয়ন্তবাবুর স্ত্রী পাখিদেবী বলেন, এদিন সমীর মদ্যপ অবস্থায় বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের দেখে গালিগালাজ শুরু করে। অভিযোগ, প্রথমে আমার স্বামীকে মারধর করা হয়। এরপর আমায় বাঁশ দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। তখন বৃদ্ধা শাশুড়ি কানন বাঁচাতে এলে তাঁকে কিল ঘুষি লাথি মারা হয়। শেষে বাঁশ দিয়ে পেটানো হয়। কাননদেবীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে বারাসত জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

কানের অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে প্রাণ হারাল শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কানে পুঁজ জমায় কানের অস্ত্রোপচার করাতে গিয়ে মৃত্যু হল এক ৮ বছরের শিশু কন্যার। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই হাসপাতাল জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বর্ধমান থানায় দু'জন চিকিৎসকের নামে অভিযোগ দায়ের করে শিশুকন্যার পরিবার।

হাসপাতালের পক্ষ থেকে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বৃহস্পতিবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

জানা গিয়েছে মৃতার নাম তিথি দাস। বর্ধমান ১ ব্লকের তালিত গ্রামে বাড়ি। প্রায় বছর দুয়েক আগে থেকে কানের ব্যাথার সমস্যায় ভুগছিল ওই শিশু কন্যা।

গত ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কানের অস্ত্রোপচারে জন্য ভর্তি করা হয়। মঙ্গলবার তার অস্ত্রোপচার করা হয়। পরিবারের দাবি, ওইদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ শিশুটিকে অপারেশন থিয়েটারে

নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, দীর্ঘক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও তাকে বের করা হয়নি। কারণ জানতে চাওয়া হলে বলা হয়, জ্ঞান ফিরতে দেরি হবে। তাদের অভিযোগ বুধবার রাত ১টা ৪৫ মিনিটে মৃত্যু হয়েছে বলে ওই শিশুকন্যার। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এই ঘটনা নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় হাসপাতাল চত্বরে। হাসপাতালের গাফিলতিতে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের দাবি।

বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁর নামে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সাত সকালেই বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ'র নামে পোস্টার পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের চয়নপুর এলাকায়। পোস্টারে সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে বিধানসভার টিকিট বিক্রির অভিযোগ আনা হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের একাংশের গলাতেও স্পষ্টতই শোনা গেছে দলের সাংসদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সুর। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের পরাজয় বুঝতে পেরে এই কাজ করেছে তৃণমূলই। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল

এই ঘটনার জন্য বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দকেই দায়ী করেছে।

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই বাঁকুড়া জেলা জুড়ে প্রকট হচ্ছে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের বিরুদ্ধে জায়গায় জায়গায় প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপিরই নিচু তলার কর্মীরা। দলের কর্মীদের হাতে দলীয় কার্যালয়ে সাময়িক তালাবন্দি থাকতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে। এবার বিষ্ণুপুর লোকসভা এলাকাতেও সাংসদ সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে বিধানসভার টিকিট বিক্রির অভিযোগ তুলে পোস্টার পড়ল। পোস্টারে সাংসদের চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই পোস্টার কে বা কারা দিয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। এবিষয়ে সাংসদের বক্তব্য মেলেনি।

ডেঙ্গু দমনে জরুরি বৈঠক উত্তরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সামনেই দুর্গাপুজো। ডেঙ্গুর দাপট হুগলিতে থাবা বসিয়েছে তা ঠেকাতে হুগলি জেলা প্রশাসন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নেমে পড়েছে। শ্রীরামপুর মহকুমা এলাকায় সাতটি পুরসভা ডানকুনি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি ,চাপদানি এই সাতটি পুরসভাকে নিয়ে হুগলি জেলার শাসক মুক্তা আর্য চন্দননগর সিঙ্গুর ও উত্তরপাড়ায় জরুরি বৈঠকে বসলেন উত্তরপাড়ার গণভবনে। হুগলি জেলাশাসকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাতটি পুরসভার পুরপ্রধানেরা ভাইস চেয়ারম্যানরা এবং কাউন্সিলররা, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) শ্রীরামপুর মহকুমা শাসক সম্রাট চক্রবর্তী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা রমা ভুঁইয়া। এই জরুরি বৈঠকে হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য বলেন সামনেই দুর্গাপুজো, ডেঙ্গুর যাতে বার বাড়ন্ত না হয় তা সবাইকে কঠোরভাবে নজর দিতে হবে। কোনো ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা কাউন্সিলর বিষয়টি দেখবেন পুরসভাকে জানাতে হবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গু বিষয়ে খবর নিতে হবে, জঞ্জাল জমিয়ে রাখা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে তা পরিষ্কার করতে হবে। রিষড়া শ্রীরামপুর বন্ধ কল কারখানা এলাকায় জঙ্গল থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে তেমন হলে ড্রোন ব্যবহার করতে হবে। ড্রোনের সাহায্যে ডেঙ্গু মোকাবিলা করতে হবে পূজা মণ্ডপের এলাকাগুলি। যুদ্ধকালীন কোথাও কোনো ডেঙ্গুর খবর পেলে ভেতরে তৎপরতায় পরিষ্কার রাখতে হবে। হাসপাতালে এলাকাগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে। কোথাও কোনো ডেঙ্গুর খবর পেলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে কাউন্সিলর ও পুরসভাকে। এদিন এই বৈঠকে কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান ও রিষড়ার পুরসভার চেয়ারম্যান তাদের কিছু সমস্যার কথা বলেন জেলাশাসককে।

এবার পুজোয় নবরূপে প্লাস্টিক পাইপ ও চামচের দৃষ্টিনন্দন

মদন মাইতি ● এগরা

হাতেগোনা আর মাত্র কয়েক দিন তারপরেই দুর্গাপুজো। তার আগে এগরা নবরুপ ক্লাবে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। নবরূপের পুজোর বয়স ১৩। বাহারি থিম, দৃষ্টিনন্দন মণ্ডপসজ্জা, নয়নকাড়া আলোকসজ্জা সব মিলিয়ে প্রতিবছর দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে এগরার নবরুপ। এবারও পুজোয় প্লাস্টিক পাইপ আর প্লাস্টিক চামচ দিয়ে মন্দিরের আদলে সুদৃশ্য মণ্ডপ তৈরি করে নজর কাটতে চলেছে তারা। বাঁশ, কাঠ, কাপড়ের ওপর প্লাস্টিক পাইপ ও প্লাস্টিক চামচ প্রভৃতি সামগ্রী এবং নানা ডিজাইনের

কারুকার্যে ৬০ ফুটের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। থাকছে নজরকাড়া সাবেকি প্রতিমা আর চোখ ধাঁধানো আলোর বাহার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম সেরা এগরা নবরুপ ক্লাবের পুজো।

২০১৮ সালে সবুজ শাকসবজির গাছ দিয়ে নজর কাড়া পুজোমণ্ডপ তৈরি করে সাড়া ফেলে দিয়েছিল নবরূপ। এরপর থেকেই প্রতিবছর দর্শনার্থীদের মনে জায়গা করে নেয় এগরার এই ক্লাব।

এবারও মহালয়ার পর থেকে পুজো উপলক্ষে নানা কর্মসূচি শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। থাকবে বস্ত্রদান কর্মসূচি, নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা, ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশারি বিতরণ,ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ। তাছাড়া সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রা অনুষ্ঠান রয়েছেই। শুধু পুজো নয় নানান সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করে মানব কল্যাণের মহানব্রত পালন করে এগরার নবরুপ ক্লাব।

রক্তাক্ত, অর্ধনগ্ন নির্যাতিতাকে নিজের জামা খুলে দিয়েছিলেন পুরোহিত

উজ্জয়িনীর পুলিশের দাবি সাহায্য করেছিলেন স্থানীয়রা

ভোপাল, ২৮ সেপ্টেম্বর: মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর রাস্তায় অর্ধনগ্ন, রক্তেভেজা এক কিশোরী যখন বাড়ি বাড়ি সাহায্যের আশায় গিয়েছিলেন, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; এই অভিযোগ ঘিরে যখন তোলপাড় মধ্যপ্রদেশ, সেই সময়ই উজ্জয়িনীর পুলিশকর্তা দাবি করলেন, কিশোরীকে সাহায্য করেছেন অনেকেই। এদিকে খবর পাওয়া গিয়েছে, বডনগরের আশ্রমের পুরোহিত রাহুল শর্মা অর্ধনগ্ন তরুণীকে গায়ের জামা খুলে দেন। তাঁর উদ্যোগেই পুলিশের সাহায্যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় নির্যাতিতাকে।

সোমবার সকাল তখন সাড়ে ৯টা। বডনগরের আশ্রমের সামনে গিয়ে দাঁড়ান ধর্ষিতা কিশোরী। গেটের কাছেই ছিলেন পুরোহিত রাহুল। কিশোরীকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। তখন সামনে দাঁড়িয়ে অর্ধনগ্ন রক্তাক্ত কিশোরী। দ্রুত নিজের জামাটি খুলে নির্যাতিতাকে দেন। হতচকিত কয়েক মুহূর্ত কাটনোর পরেই পুলিশকে ফোন করেন। ২০ মিনিট পর আশ্রমে পুলিশ এসে কিশোরীকে নিয়ে যায়। রাহুল বলেন, 'আমি ওকে আমার জামা খুলে দিই। কিশোরীর শরীর রক্তে ভেজা ছিল। কথা বলতে পারছিল না। চোখ ফুলেছিল। প্রথমে ১০০ নম্বরে ফোন করেছিলাম। জবাব না পেয়ে মহাকাল থানায় যোগাযোগ করি। প্রায় ২০ মিনিট পর পুলিশ আশ্রমে পৌঁছায়। কিশোরীকে নিয়ে যায়।'

উজ্জয়িনীর এই ঘটনায় এক অটোচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে ; চারজনকে। যদিও আটকদের পরিচয় প্রকাশ করেনি পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেছে পুলিশ। সেখানে দেখা গিয়েছে কিশোরী একটি অটোতে উঠেছিল। ওই অটো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অটোতে রক্তের দাগ মিলেছে। পুলিশ আরও দাবি করেছে, স্থানীয়দের কেউ কেউ পঞ্চাশ, একশ টাকা দিয়ে কিশোরীকে সাহায্য করেছিল।

এদিকে বর্বর ঘটনায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি তোপ দেগেছেন গেরুয়া শিবিরকে। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে বছর শেষে ভোট। তার আগে এমন ঘটনায় মুখ পুড়েছে শিবরাজ সিং চৌহান সরকারের। বুধবার রাহুল গান্ধি তোপ দাগেন, মহিলাদের উপর অপরাধ রুখতে অক্ষম মধ্যপ্রদেশ সরকার। রাজ্যের মেয়েরা যে অবস্থায় রয়েছেন, তার জন্য গোটা দেশ লজ্জিত। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রীর কোনও লজ্জা নেই।

অন্যদিকে, পুলিশের দাবি, ধর্ষিত কিশোরীকে স্থানীয়দের কেউ ২০ টাকা, কেউ ৫০, কেউ আবার ১০০ টাকা দিয়েও সাহায্য করেছিলেন। দুয়ারে দুয়ারে সাহায্য চাইতে যাওয়া ওই কিশোরীকে তাড়িয়ে দেননি কেউই।

এক সংবাদমাধ্যমে তিনি দাবি করেছেন, 'কিশোরীকে সাহায্যের বিষয় নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয়রা অনেকেই দাবি করেছেন, কিশোরীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। টাকা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। কেউ ৫০ টাকা, কেউ ১০০ টাকা দিয়েছেন। কিশোরীর যাওয়ার পথে একটি টোল বুথও পড়েছিল। সেই টোলের কর্মীরা তাকে টাকা এবং পোশাকও দিয়েছিলেন। অন্ততপক্ষে সাত-আট জন কিশোরীকে সাহায্য করেছিলেন।'

কিন্তু যে সিসিটিভি ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে, সেই ফুটেজ তো অন্য কথা বলছে। কিশোরীকে তাড়িয়ে দিতে দেখা গিয়েছে এক ব্যক্তিকে। এ প্রসঙ্গে পুলিশকর্তা জানান, যে পথ ধরে কিশোরী হেঁটে গিয়েছে, সেই পথের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। তা ছাড়া এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে। কিশোরীকে যখন পুলিশ উদ্ধার করেছিল, তার কাছে ১২০ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। যে টাকা ওই এলাকার কয়েক জন দিয়েছিলেন বলে দাবি পুলিশকর্তার।

এবার ছুতোর মিস্ত্রির ভূমিকায় রাহুল, ভাইরাল ছবি

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর: আবারও জনসংযোগে নেমে নজর কাড়লেন রাহুল গান্ধি। এবার আসবাবপত্রের দোকানে ঢুকে পড়ে একেবারে ছুতোরের ভূমিকায় ধরা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ।

তিনি আমজনতার নেতা। মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়েই জনসংযোগে বিশ্বাসী। এভাবেই নিজেকে বারবার তুলে ধরতে চেয়েছেন রাহুল। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। বৃহস্পতিবার দিল্লির কীর্তিনগরের এক আসবাবের দোকানে পৌঁছে গিয়েছিলেন সোনিয়াপুত্র। সেখানেই কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। শুধু তাই নয়, নিজের হাতে করাতও তুলে নেন। কাঠ কাটেন। এককথায় কর্মীদেরই অন্যতম হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন রাহুল।

সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে রাহুলের সেই সব ছবি। তিনি নিজে আবার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজ আমি কীর্তিনগরে এশিয়ার বৃহত্তম আসবাবের বাজারে গিয়েছিলাম। সেখানে ছুতোর ভাইদের সঙ্গে দেখা করি। শুধু পরিশ্রমীই নন, এই কর্মীরা ভালো শিল্পীও বটে। নিজেদের হাতের জাদুতে সৌন্দর্যের জন্ম দেয়। অনেকক্ষণ কথা বললাম। তাঁদের কাজ শেখা এবং করার চেষ্টাও করলাম।'

বিজেপির সঙ্গ ত্যাগের পর ঘোষণা এআইএডিএমকে-র

চেন্নাই, ২৮ সেপ্টেম্বর: বিজেপির সঙ্গে পুনরায় জোটের প্রশ্ন-ই উঠছে না। বরং আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য একটি আলাদা জোট গড়া হবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন এআইএডিএমকে-র প্রবীণ নেতা কে.পি মুনুসামী। আবার তামিলনাড়ুর বিজেপি প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও তাঁকে পদচ্যুত করা হবে কি না, তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে নারাজ বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুনুসামী।

এআইএডিএমকে পুনরায় বিজেপি ও এনডিএ-র সঙ্গে জোট করবে বলে তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে-সহ অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দল দাবি জানিয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁদের সেই দাবি নস্যাৎ করে দিলেন কে.পি মুনুসামী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এনডিএ-র সঙ্গে যোগ দেওয়ার কোনও প্রশ্ন-ই নেই, কে. পালানিস্বামীর নেতৃত্বে আমরা নতুন জোট করব।' ২০২৪ লোকসভা ভোটের লক্ষ্যেই নতুন জোট গড়বেন বলে জানান তিনি। এপ্রসঙ্গে ডিএমকে-কে খোঁচা দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'স্ট্যালিন ও তাঁর ছেলে উদয়নিধি বলছে এটা (এনডিএ ও বিজেপির সঙ্গত্যাগ) একটা বড় নাটক। তাঁরা ভয় পেয়ে এসব কথা বলছেন। আমরা বিজেপির সঙ্গে জোট ভাঙায় তাঁরা ভয় পাচ্ছেন।'

অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর বিজেপি সভাপতি কে আন্নামালাইয়ের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের অভিযোগ রয়েছে এআইএডিএমকে-র। জোট ছাড়ার আগে এই বিষয়টি নিয়ে নয়াদিল্লিতে বিজেপি প্রধান জেপি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এআইএডিএমকে-র প্রবীণ নেতারা। কিন্তু, তারপরেও আন্নামালাইয়ের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি বিজেপি। তাই এবার তাঁকে পদচ্যুত করার দাবি এআইএডিএমকে জবাবে কিনা প্রশ্ন করা হলে মুনুসামী বলেন, 'অন্য দল কী করছে সে ব্যাপারে কথা বলার মতো দল নয় এআইএডিএমকে।'

পারমাণবিক অস্ত্রের দ্রুত বিকাশে সংবিধান সংশোধন করেছে উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং, ২৮ সেপ্টেম্বর: পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির গতি রোধ ঠেকাতে সংবিধান সংশোধন করেছে উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়া এখন নতুন আইন করে তার সংবিধানে পরমাণু অস্ত্রের দ্রুত বিকাশের নীতি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখন আইনটি হওয়ার পর উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে।

উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং-উন উত্তর কোরিয়ার পার্লামেন্টের (সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলি) অধিবেশন চলাকালীন জানিয়েছেন, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক শক্তি তৈরির নীতি এখন দেশের মৌলিক আইনের মতো স্থায়ী করা হচ্ছে, যা লঙ্ঘন করা যাবে না। তা করার অনুমতি দেওয়া হবে। তিনি পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ত্বরান্বিত করার এবং পারমাণবিক হামলার ক্ষমতাকে বৈচিত্র্যময় করার পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন পরিষেবায় তাদের মোতায়েন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বলেছিলেন যে পিয়ংইয়ং আমেরিকা এবং তার মিত্রদের কাছ থেকে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে এবং তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস করার ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে তিনি এই পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

উত্তর কোরিয়ার এই পদক্ষেপ এমন সময়ে এল যখন আমেরিকা উত্তর কোরিয়াকে আলোচনার টেবিলে ফেরার আবেদন জানাচ্ছে। এই কথোপকথনের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি না চালানোর জন্য আমেরিকার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার কথা। কিম জং-উন সম্প্রতি রাশিয়া সফর থেকে ফিরেছেন, যেখানে তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেছেন। রাশিয়া সফরে কিম জং উন অনেক অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানির প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন।

কিম জং-উনের এই সফর এমন এক সময়ে হয়েছে যখন ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকা উত্তর কোরিয়াকে রাশিয়ার কাছে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ করেছে। বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচির প্রযুক্তি হস্তান্তর নিয়ে উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উত্তর কোরিয়া তাদের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য এই চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত উপাদান ব্যবহার করতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে।

ইউক্রেনকে সাহায্যের বিরোধিতা করায় আক্রমণের মুখে মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রতিদ্বন্দ্বী রামাস্বামী

ওয়াশিংটন, ২৮ সেপ্টেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিযোগী বিবেক রামাস্বামী ইউক্রেনে আমেরিকান সাহায্যের বিরোধিতা করার সময় অন্যান্য প্রতিযোগীদের আক্রমণের মুখে পড়েন। বিবেক রিপাবলিকান পার্টির বিতর্কের সময় বলেছিলেন, তিনি ইউক্রেনকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থন করবেন না।

ক্যালিফোর্নিয়ার সিমি ভ্যালির রিগান লাইব্রেরি অ্যান্ড মিউজিয়ামে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট বিতর্কে বিবেক রামাস্বামী ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার সাহায্যের বিরোধিতা করেন। রামাস্বামী বলেন, চিন আসল শত্রু এবং ইউক্রেনকে যুদ্ধে সমর্থন করে আমরা রাশিয়াকে চিনের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। এই সংকট সমাধানে আমাদের আরও ভালো পরিকল্পনা করা উচিত।

বিতর্কে রামস্বামী ইউক্রেন ইস্যুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং অন্যান্য প্রার্থীরা এই ইস্যুতে রামাস্বামীকে আক্রমণ করেন। প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স বলেছেন, পুতিনকে যদি ইউক্রেনকে সংযুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয় তবে এটি চিনের জন্য তাইওয়ান আক্রমণ করার জন্য একটি সবুজ সংকেত হবে। আরেক প্রার্থী এবং নিউ জার্সির প্রাক্তন গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি বলেছেন যে চিন ইউক্রেনে যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করছে। ইরান রাশিয়াকে অস্ত্র দিচ্ছে এবং উত্তর কোরিয়াও তাই করছে। আমরা যদি পুতিনকে ইউক্রেন নিতে দিই, তাহলে পোল্যান্ড হবে পরবর্তীতে লক্ষ্য।

প্রয়াত 'সবুজ বিপ্লবে'র জনক এমএস স্বামীনাথন

চেন্নাই, ২৮ সেপ্টেম্বর: প্রয়াত প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন। দেশে 'সবুজ বিপ্লবে'র জনক স্বামীনাথনের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ের বাড়িতে জীবনাবসান হয় তাঁর।

কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৭১ সালে রমন ম্যাগসাইসাই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় তাঁকে। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ এবং পদ্মবিভূষণ পুরস্কারেও ভূষিত হন তিনি। স্বামীনাথনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'কৃষিতে বৈপ্লবিক অবদানের বাইরেও ডক্টর স্বামীনাথন ছিলেন উদ্ভাবনী ক্ষমতার ভরকেন্দ্র। বহু মানুষের পথপ্রদর্শক ছিলেন তিনি। গবেষণার প্রতি তাঁর সঙ্কল্প বহু বিজ্ঞানী এবং গবেষককে অনুপ্রাণিত করেছিল।'

শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'স্বামীনাথনের মতো শ্রেষ্ঠ প্রতিভা আমাদের গর্বিত করেছে। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত। তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং অগণিত অনুরাগীকে সমবেদনা জানাই।'

শোকবার্তা প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর

দেশে দুর্ভিক্ষ রোখার জন্য এবং কৃষিক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে ছয়ের দশকের শেষ দিক থেকে ভারত সরকার যে 'সবুজ বিপ্লব'-এর সূচনা করে, তার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন স্বামীনাথনই। উন্নত বীজ, জলসেচের মাধ্যমে পশ্চিম ভারত, মূলত পঞ্জাবে কৃষিক্ষেত্রের আমূল সংস্কার করা হয়। সবুজ বিপ্লবের সাফল্য নিয়ে সংশয় এবং বিতর্ক থাকলেও, তৎকালীন ভারতে উদ্ভূত খাদ্য সঙ্কট এবং খাদ্যশস্যের জন্য বিদেশি রাষ্ট্রনির্ভরতা যে অনেকাংশে কমানো গিয়েছিল, তা স্বীকার করেন সকলেই। কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণের পরেও দেশ-বিদেশের একাধিক পরিবেশগত এবং কৃষি সংক্রান্ত সংস্থায় পরামর্শদাতা কিংবা সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন তিনি। এক সময় এশিয়ার ২০ জন প্রভাবশালীর তালিকাতেও উঠে এসেছিল তাঁর নাম।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ডিরেক্টর জেনারেল পদে ছিলেন স্বামীনাথন। সেই সময় ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা এবং শিক্ষা দপ্তরের সচিবও ছিলেন তিনি। ২০০৭ এবং ২০১৩ সালে পর পর দু'বার রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেওয়া হয় তাঁকে।

কানাডিয়ান ভারতীয়দের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ, ট্রুডোকে দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে করেন প্রবাসীরা

অটোয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী হরদীপ সিং নিজ্জারকে হত্যার জন্য কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতকে অভিযুক্ত করার পর কানাডায় বসতি স্থাপন করা ভারতীয়দের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ রয়েছে। ট্রুডোর অভিযোগকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে অভিহিত করেছেন সেখানকার ভারতীয়রা ।

পার্লামেন্টে ট্রুডোর ঘোষণার পর কানাডায় বসতি স্থাপনকারী হিন্দু সম্প্রদায় সতর্ক হয়ে ওঠে। তাঁর ঘোষণার পর হিন্দুরা মনে করতে শুরু করে যে তারা সমস্যায় পড়েছে। তারা ভীত, কারণ পার্লামেন্টে ট্রুডো যা কিছু বলেছেন তাতে মনে হচ্ছে যে একটি হিন্দু সরকার একজন শিখ নেতাকে হত্যা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভুল। কানাডার প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি নিজ্জার হত্যার জন্য ভারতকে দায়ী করেছেন, এর পর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারায় কানাডার প্রধানমন্ত্রীও কানাডায় বসবাসরত হিন্দুদের আস্থা হারাচ্ছেন।

ভারতীয়-কানাডিয়ান ব্যবসায়ী রবি শর্মা বলেছেন, পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর ঘোষণা এমন কিছু ছিল যা সহজেই এড়ান যেত। তিনি সহজেই কূটনৈতিক নিয়ম মেনে চলতে পারতেন।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরেক কানাডিয়ান নাগরিক গীতা ভাদুরিয়া বলেন, এ বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনার পরিবর্তে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। কানাডার নাগরিকরা বলছেন, কানাডায় হিন্দু ও শিখরা সবসময় শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভারতীয় প্রবাসীরা বলেছেন যে দেশটির সরকারকে প্রমাণ করতে একটি যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে যে ভারত সরকার জড়িত ছিল এবং বিষয়টির একটি পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করা উচিত। তিনি বলেছেন যে ট্রুডোর অভিযোগ কুসংস্কারে পূর্ণ। কোনও বাস্তব সুনির্দিষ্ট সূত্র বা তথ্য সামনে আনা হয়নি যা জনসাধারণকে বিশ্বাস করতে পারে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No: 14/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 11nos civil work. Bid Submission start-23/09/2023, Ends-07/10/2023 & For more details Please visit www.wbtenders.gov.in Or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No: 15/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 13nos civil work. Bid Submission start-29/09/2023, Ends-12/10/2023 & For more details Please visit www.wbtenders.gov.in Or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 09 nos. (NRM) schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **23/05/2023 to 06/06/2023. Vide NIT- 05/PMKSY-WDC 2.0/ 04 /Jhalda-II-NRM /2022-23.**
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**
Assistant Director of Agriculture
Jhalda II Block, & PIA,
Sahahar-Mamudih Watershed
Purulia

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 06/PGP/15 th FC/ Tied/ 2023-24. Date of publishing: **29/09/2023 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in** Bid downloading starts from: **29/09/2023 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **13/10/2023 up to 5.00 p.m.** Last date of Bid submission: **13/10/2023 upto 5.00 p.m**. Technical Bid opening date: **16/10/2023 at 11.00 a.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 07/PGP/15 th FC/ Un-Tied/ 2023-24. Date of publishing: **29/09/2023 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in** Bid downloading starts from: **29/09/2023 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **09/10/2023 up to 5.00 p.m.** Last date of Bid submission: **09/10/2023 upto 5.00 p.m** Technical Bid opening date: **12/10/2023 at 11.00 a.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad
NIT. No:- 08/PGP/15th FC/ 2023-24. Date of publishing:- **29/09/2023 from 10.00 a.m.** Last Date of Application:- **09/10/2023 upto 5.00 p.m.** Date of issue of tender paper:- **11/10/2023 up to 3.00 p.m.** Last date of Submission of tender paper : **13/10/2023 up to 3.30 p.m.** Dte of opening: **13/10/2023 at 4.00 p.m**
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the **02 Nos. Upgradation of Bituminous road to mastic asphalt road** vide **Memo No.: BM/PWD/5228/e-NIT/(1-2), Date: 27/09/2023. Tender ID: 2023_MAD_579200_1 to 2023_MAD_579200_2.** Bid Submission Start Date (Online): **29/09/2023 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **13/10/2023 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **16/10/2023 at 02:00 PM onwards.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**
Sd/-, Chairman
Bhadreswar Municipality

Tender Notice
On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
A	Construction of Concrete Road	1) from the Anchal road to the house of Mahadeb Bera, NIT -290/15th FC-UNTIED/NIT/ BGP /2023, Scheme Cost-207019.00 2) from the house of Debendranath Pradhan to the house of Saifuddin SK, NIT -291/ 15 th FC-UNTIED/NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 209990.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money is : 06/10/2023 , 11-00 a.m.
For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/ **brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com**

G-PLOT GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Pathrprtima Block, South 24 Parganas District
ABRIDGED NIT
On behalf of G-Plot Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 parganas Dist. invites bids for **10 Nos sinking of tubewell & 6nos cement concrete road** vide NIT No. 324,325,326 dated 29/09/2023 within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L.Cess are Rs.179099/-165618/-165618/- 165618/-165618/-165618/-165618/-165618/-165618/-165618/-244395/- 244479/-292295/-285668/-118886/-293083/-, respectively. The period of bid submission is 10 AM of 29 th september 2023 to 6:00 PM of 10 th oct 2023. Tender opening 13/10/2023.
S/D Pradhan,
G-Plot Gram Panchayat

Office of the Prodhan
RANIGANJ -ii GRAM PANCHAYAT
Vill-KRISHNAPUR , P.S.-Gazole, Pin-732102, Dist -Malda.
NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e-T NO: 180/R-II GP/2023-24, Dated:- 26/09/2023
N.I.e-T NO: 181/R-II GP/2023-24, Dated:- 27/09/2023
N.I.e-T NO: 182/R-II GP/2023-24, Dated:- 27/09/2023
Tender documents download and bid submission stat date & time **27/09/2023 at 11. AM**, Last date and time for bid Submission **09/10/2023 at 12.00 P.M** & Opening Date-**11/10/2023 at 1. 00 PM.**
For more information, please visit **www.wbetenders.gov.in**
Sd /- Prodhan
RANIGANJ -II Gram Panchayat

Office of the
RANGILABAD GRAM PANCHAYAT
(Under Magrahat-I Panchayat Samity)
Vill & P.O.- Kamalpur, P.S. Usthi, South 24 Parganas
Notice Inviting Tender
Rangilabad Gram Panchayat, under Magrahat-I Dev. Block are invited the following Nit viz under 15th Finance Commission and S.B.M Fund (NIT 09-11-15th FC, NIT 12-14 SBH)
1) NIT 09 (127/RGP/23), 2) NIT 10 (127/RGP/23), 3) NIT 11 (127/RGP/23), 4) NIT 12 (127/RGP/23), 5) NIT 13 (127/RGP/23), 6) NIT 14 (127/RGP/23),
From experienced bidders. For details intending bidders may contact office of the Rangilabad G.P. from (03-10-23 to 09-10-23) or official site
Sd/-, Pradhan
Rangilabad Gram Panchayat

কৌতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর-২ ব্লক, দঃ ২৪ পরগনা
মেমো নং-**140/KGP/2023** তারিখ-২৯/০৯/২০২৩
কর আদায়কারী নিযুক্তিকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
কৌতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্ধারিত কর, অভিকর ও ফি আদায় করার জন্য আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে কশিনের ভিত্তিতে কর আদারকারী হিসাবে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পূর্ণ চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে ২২-০৯-২০২৩ তারিখের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং **West Bengal Panchayat (Gram Panchayat Accounts, Audit and Budget) Rules 2007, West Bengal Panchayat (Gram Panchayat Administration) Rules, 2004, West Bengal Panchayat Act, 1973 এবং সরকারী নির্দেশিকা নং 2070/ PN/O/III/2A-78/04 তারিখ** ২৭/০৫/২০১৫ বিভিন্ন সময়ে জারি করা সরকারী নির্দেশিকা মেনে শর্ত সাপেক্ষে যোগ্য ব্যক্তিদের থেকে নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১২-১০-২০২৩ বিকাল ৪টা।**
বিশদ জানার জন্য প্রধান কৌতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রধান
কৌতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY
E-bids are invited by the Chairman-J.M.M for the development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl No.	Name of Work	NIT No.
1.	Construction of a Boundary wall of a Burrial ground at Hasanpur Road (Pailan Para) in Ward No VI within Joynagar Majilpur Municipality.	WBMAD/ULB/ JOYNAGAR-MOZILPUR/ 24/2023-24 SL1 to 4
2.	Construction of masonry High Drain works at Daspara Musalmanpara Road from Rina Biswas house to Ganesh Halder house in Ward-01, within Jaynagar Majilpur Municipality.	
3.	Renovation & Improvement of Black Top Road at Jaychandi Mandir Road from Shib Mandir to Prabir Halder's house in Ward no - 08 within Jaynagar Majilpur Municipality.	
4.	Renovation & Improvment of Black Top Road Of Sarat Dutta Road & Radhaballavtala Road (from Children's World To Mithu's Shop) In Ward No. Xi Within Jaynagar Majilpur Municipality.	

Bid submission starting date: **28/09/2023 at 09:00 AM.** Bid submission closing date: **06/10/2023 at 05:30 PM** . Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman, Joynagar Majilpur Municipality

বিরাট জামাই, শাহরুখ শ্বশুর! বিশ্বকাপের আগে কোহলিকে নিজের 'দামাদ' করলেন বাদশা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের প্রচার শুরু হয়েছিল তাঁর হাত ধরেই। সম্প্রচারকারী চ্যানেলের বিজ্ঞাপনে এসে তিনিই ট্রফি প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন। সেই শাহরুখ খান এ বার ভারতীয় দলকে বিশ্বকাপের আগে শুভেচ্ছা দিলেন। পাশাপাশি, এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বিরাট কোহলিকে নিজের 'জামাই' বলে উল্লেখ করলেন 'জওয়ান' ছবির নায়ক।

বুধবার এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) ভক্তদের সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করেছিলেন শাহরুখ। সেখানেই এক ভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করেন, স্যর, আপনি বিরাট কোহলির ব্যাপারে কিছু বলুন। আমরা প্রায়ই ওঁদের সমর্থকদের মধ্যে ঝগড়ার পোস্ট দেখতে পাই। জওয়ান সিনেমার স্টাইলে কোহলির উদ্দেশে কিছু কথা আপনার মুখে শুনতে চাই।

শাহরুখ সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। লিখেছেন, তআমি কোহলিকে খুবই ভালবাসি। ও যেন আমার নিজের কেউ। ও যাতে ভাল থাকে সেই প্রার্থনা আমি সব সময় করি। ও অনেকটা আমার জামাইয়ের মতো!!দ শাহরুখের এই পোস্ট প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ দেখেছেন। 'লাইক' পড়েছে ৫০ হাজারের কাছাকাছি।

উল্লেখ্য, কোহলির স্ত্রী, অর্থাৎ অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে অনেক সিনেমায় অভিনয় করেছেন শাহরুখ। তার মধ্যে 'রব নে বনা দি জোড়ি', 'জব তক হ্যায় জান', 'জ়িরো'র মতো সুপারহিট সিনেমা রয়েছে। ২০১৭ সালে কোহলি-অনুষ্কার বিয়েতে গিয়েছিলেন। গত বারের আইপিএলে একটি ম্যাচের পর শাহরুখ এবং বিরাটকে মাঠের মধ্যেই 'ঝুমে জো পাঠান' গানের সঙ্গে নাচতে দেখা যায়।

বাংলাদেশের ঝগড়া প্রকাশ্যে, তামিম নিয়ে কড়া শাকিব, 'বাচ্চাদের মতো করছে, টিম ম্যান নয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার রাতেই বাংলাদেশ দল পা রেখেছে ভারতে। তার মধ্যেই তুমুল বিতর্ক শুরু হয়ে গেল দলে। তামিম ইকবালকে দলে না নেওয়া এবং সেই প্রসঙ্গে বুধবার তাঁর ভিডিয়ো বার্তার কথা সকলেই জানেন। তার প্রেক্ষিতে বুধবার রাতের দিকে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকার দেন অধিনায়ক শাকিব আল হাসান। সেখানে তিনি তুলোধনা করেছেন তামিমকে। তামিমের আচরণকে 'বাচ্চাদের মতো' উল্লেখ করে শাকিবের মন্তব্য, 'তামিম টিমম্যান নন'।

তামিম জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে তাঁকে নীচের দিকে ব্যাট করার অনুরোধ করেছিলেন বোর্ডের এক কর্তা। সেই প্রসঙ্গে শাকিবের মন্তব্য, তযিনি ওকে এই কথা বলেছেন তিনি নিশ্চয়ই দলের কথা ভেবে বলেছেন। ম্যাচের আগে অনেক রকম কম্বিনেশন মাথায় রাখতে হয়। তাই কেউ এ কথা বলে থাকলেও সেটা কি ভুল? এমন প্রস্তাব দেওয়া অন্যায়? দল আগে না ক্রিকেটার আগে?

তামিমকে ঘুরিয়ে স্বার্থপর বলেছেন শাকিব। পাশাপাশি রোহিত শর্মার উদাহরণ টেনে বলেছেন, তরোহিত শর্মা শুরুতে সাত নম্বরে ব্যাট। সেখান থেকে ওপেনার হয়ে এখন ১০ হাজার রানও করে ফেলেছে। তাই কখনও তামিমকে যদি তিন বা চারে খেলতেও হয়, সেটা কি বিরাট সমস্যা? পুরোপুরি বাচ্চাদের মতো আচরণ। যেন ব্যাট আমার, আমিই খেলব। বাকি কেউ খেলতে পারবে না। একজন ক্রিকেটারকে দলের স্বার্থে যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে হতে পারে। দল আগে। আপনি আগে ১০০ করেছেন না ২০০ সেটা কেউ মাথায় রাখবে না। ব্যক্তিগত কীর্তি নিয়ে কী করবেন?

শাকিবের সংযোজন, ততামিম মোটেই দলের কথা ভাবেনি। মানুষ এত বোঝে না। দলের জন্যে ওকে নীচে ব্যাট করা প্রস্তাব দেওয়া হলে তাতে খারাপটা কোথায়? দলকে আগে রাখলে এই জিনিস মেনে নেওয়াই যায়। যদি আপনি নিজেকে টিমম্যান না ভাবেন, তা হলে অন্য কথা। ও মনে হয় ব্যক্তিগত রেকর্ড, সাফল্য, খ্যাতি এবং নামের কথা ভেবে খেলছে।

তাঁর সঙ্গে যে তামিমের সম্পর্ক খারাপ তা অস্বীকার করেননি শাকিব। কয়েক মাস আগে টিভিতে সাক্ষাৎকারে বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন প্রথম বলেছিলেন, সাজঘরে তামিম-শাকিবের কথা হয় না। সেই প্রসঙ্গে শাকিব বলেন, তপাপন ভাইয়ের উচিত হয়নি প্রকাশ্যে এ কথা বলা। নিজের ঘরের কথা কি সবাইকে বলে বেড়াব? আমরা কথা না বললেও তা কি কখনও দলে খারাপ প্রভাব ফেলেছে? আমার তো মনে হয়নি। মাঠে তো কথা বলেছি।

প্রসঙ্গত, বুধবার ভিডিয়ো বার্তায় তামিম বলেছিলেন, তআমাকে বোর্ডের উপর মহল থেকে এক জন ফোন করলেন। উনি আমাদের ক্রিকেটে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। আমাকে হঠাৎ ফোন করে উনি বললেন, 'তুমি তো বিশ্বকাপে যাবে। তোমাকে তো ম্যানেজ করে খেলতে হবে। তুমি এক কাজ করো, আফগানিস্তানের সঙ্গে প্রথম ম্যাচটা খেলো না।' আমি বললাম, 'এখনও তো ১২-১৩ দিন বাকি। আমি তো এর মধ্যে ভাল কন্ডিশনে পৌঁছে যেতে পারি। তাই এখনই কী করে

বলছেন যে, প্রথম ম্যাচে খেলব না?' উনি তখন বললেন, 'আচ্ছা তুমি যদি খেলো, তা হলে তোমাকে নিয়ে আমাদের একটা পরিকল্পনা রয়েছে। তোমাকে নীচের দিকে ব্যাট করাব।' তাঁর সংযোজন, তএকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমি তখন কোন মানসিকতার মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ করে একটা ভাল ইনিংস খেলেছি। আমি খুশি ছিলাম। হঠাৎ করে এই ধরনের কথা আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। আমি ১৭ বছর ধরে এক পজিশনে (ওপেনিং) ব্যাটিং করেছি। জীবনে কখনও তিন-চার নম্বরেও ব্যাট করিনি। আমি যদি তিনে বা চারে ব্যাটিং করতাম, তা হলে ওপর-নীচ করানোটা মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু আমার তিন, চার, পাঁচে ব্যাটিংয়ের অভিজ্ঞতাই নেই। আমি কথাগুলো ভাল ভাবে নিইনি। উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আমাকে জোর করে বিভিন্ন ভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তখন আমি বললাম, 'দেখুন, আপনাদের যদি এমন ভাবনাচিন্তা থাকে, তা হলে আমাকে পাঠাবেন না। আমি এই নোংরামির মধ্যে থাকতে চাই না। প্রতি দিন আপনারা আমাকে এক একটা নতুন সমস্যার সামনে ফেলে দেবেন, আমি এগুলোর মধ্যে থাকতে চাই না।' তার পরও ফোনে ওঁর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্তা হয়। সেগুলো এখানে না বলাই ভাল।

নিঃশব্দেই কলকাতায় ফিরে এলেন এশিয়াডে দেশকে সোনা জেতানো ক্রিকেটার তিতাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান গেমসে দেশকে সোনা এনে দিয়েছেন বাংলার তিতাস সাধু। মহিলাদের ক্রিকেটের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। বুধবার সকালে কলকাতায় ফিরেছেন তিতাস। সেখান থেকে চুঁচুড়ায় নিজের বাড়িতে গিয়েছেন। দেশকে সোনা জেতাতে যাঁর বড় ভূমিকা ছিল, সেই তিতাস যখন বিমানবন্দরে নামলেন তখন সেখানে দেখা যায়নি বাংলার ক্রিকেট সংস্থা (সিএবি)-র কোনও কর্তাকে। নিঃশব্দেই শহরে ফিরেছেন তিতাস। তার পরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

সাধারণত কোনও ক্রীড়াবিদ সাফল্যের পরে শহরে ফিরলে সেখানে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থার কর্তাদের দেখা যায়। ফুলের তোড়া, উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা দেন তাঁরা। কিন্তু তিতাসের ক্ষেত্রে কাউকে দেখা যায়নি। তাঁর কি আরও একটু সম্মান প্রাপ্য ছিল না? সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকেই সমাজমাধ্যমে তিতাসের ফেরার ছবি দিয়েছেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছেন, কোথায় গেলেন বাংলার ক্রিকেট কর্তারা? তাঁরা কি এক বারও আসার প্রয়োজন মনে করলেন না?

যদিও এই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে নারাজ তিতাসের বাবা রণদীপ সাধু। আনন্দবাজার অনলাইনকে তিনি বললেন, ''কেউ না আসায় আমি বরং বেশি খুশি হয়েছি। কারণ, কর্তারা এলে ভিড় বাড়ে। এ বার ভিড় কম থাকায় বিমানবন্দর থেকে ওকে বার করে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়েছে। আর কাউকে যে আসতেই হবে তার কোনও মানে নেই। সবারই তো কাজ আছে। বাড়ি ফেরার পরে তো দেবব্রত দাস (সিএবি-র যুগ্মসচিব) এসেছিলেন। বিমানবন্দরে কেউ না আসায় আমাদের কোনও ক্ষোভ নেই।'

আর তিতাস কী ভাবছেন? তিনি হয়তো এই বিষয়ে নিজে কোনও বিতর্ক চান না। আনন্দবাজার অনলাইনের তরফে ফোন করা হলেও সেই কারণেই হয়তো তিনি কথা বলতে চাননি।

মুথিয়া মুরালিধরন তাঁর আসন্ন জীবনীমূলক চলচ্চিত্র ৮০০- র প্রচারের জন্য কলকাতায়

আইএসএলের মাঝেই জর্ডনের ডিফেন্ডার এলেন লাল-হলুদে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপে চোট পেয়ে আইএসএল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন জর্ডান এলসে। তাঁর পরিবর্ত ফুটবলার পেয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। জর্ডানের জাতীয় দলের ফুটবলার হিজাজি মাহের যোগ দিলেন লাল-হলুদে। আইএসএলের শুরুতেই নতুন ডিফেন্ডার পেয়ে যাওয়ায় বাকি মরসুমের জন্যে চিন্তামুক্ত হল দল। বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গলের তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে।

২৬ বছরের এই ডিফেন্ডার জর্ডানের জাতীয় দলে নিয়মিত খেলেন। জর্ডান প্রিমিয়ার লিগে আল হুসেন এসসি-র হয়ে খেলেছেন। এ ছাড়া লোনে ইরাক প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবে জাখো এসসি-তেও খেলেছেন। গত মরসুমে ২৯টি ম্যাচ খেলে ৫টি গোল রয়েছে তাঁর। লম্বা এই ডিফেন্ডার দু'বার জর্ডান এফএ কাপ এবং একটি জর্ডান সুপার কাপ জিতেছেন।

ডুরান্ড কাপে চোট পেয়ে আইএসএল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন জর্ডান এলসে। তাঁর পরিবর্ত ফুটবলার পেয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। জর্ডানের জাতীয় দলের ফুটবলার হিজাজি মাহের যোগ দিলেন লাল-হলুদে। আইএসএলের শুরুতেই নতুন ডিফেন্ডার পেয়ে যাওয়ায় বাকি মরসুমের জন্যে চিন্তামুক্ত হল দল। বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গলের তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে।

২৬ বছরের এই ডিফেন্ডার জর্ডানের জাতীয় দলে নিয়মিত খেলেন। জর্ডান প্রিমিয়ার লিগে আল হুসেন এসসি-র হয়ে খেলেছেন। এ ছাড়া লোনে ইরাক প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবে জাখো এসসি-তেও খেলেছেন। গত মরসুমে ২৯টি ম্যাচ খেলে ৫টি গোল রয়েছে তাঁর। লম্বা এই ডিফেন্ডার দু'বার জর্ডান এফএ কাপ এবং একটি জর্ডান সুপার কাপ জিতেছেন।

ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে মাহের বলেছেন, তঐতিহাসিক ক্লাবে যোগ দিয়ে আইএসএলে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। কোচ এবং ক্লাবকে ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে। ইস্টবেঙ্গলের জনপ্রিয়তা কতটা সেটা সবাই জানে। সম্প্রতি আইএসএলও বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে। কলকাতা ডার্বিতে খেলার জন্যে মুখিয়ে রয়েছি।দ

ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের মন্তব্য, তগত বার জর্ডান প্রিমিয়ার লিগে খেলার এ বার মাহের এশিয়ার কোনও জনপ্রিয় লিগে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। আমরা ওকে সেই সুযোগ করে দিয়েছি। ইমামির সৌজন্যে ৪৮ ঘণ্টার জন্যে জর্ডানে গিয়ে মাহেরকে এই ক্লাবে খেলার জন্যে রাজি করিয়ে ফেলেছি। এলসের বদলে ওর মতোই একজন ফুটবলারকে পেয়ে ভাল লাগছে।

বিশ্বকাপের সময় নিগ্রহে অভিযুক্ত, এক বছর পর বেকসুর খালাস ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে যৌননিগ্রহের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার দানুষ্কা গুণতিলক। বৃহস্পতিবার তিনি নির্দোষ বলে প্রমাণিত হলেন। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন গুণতিলক। সেই সময়ই তাঁর বিরুদ্ধে যৌননিগ্রহের অভিযোগ উঠেছিল।

২৯ বছরের এক মহিলা গত বছর নভেম্বরে গুণতিলকের বিরুদ্ধে চারটি যৌননিগ্রহের অভিযোগ করেছিলেন। ৩২ বছরের ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে সেই চারটি অভিযোগের তিনটি নাকচ হয়ে গিয়েছিল এই বছরের মে মাসে। এক মাত্র অভিযোগ ছিল, মহিলার অনুমতি ছাড়া জন্মনিরোধক খুলেছিলেন গুণতিলক। কিন্তু বিচারপতি সারাহ হাগেটের কাছে পেশ করা প্রমাণ অনুযায়ী গুণতিলকের কাছে সেই সুযোগ ছিল না। অভিযোগকারিণীর আইনজীবী দাবি, গুণতিলক মিথ্যে কথা বলেছিলেন। কিন্তু বিচারপতি মনে করেন ভাষা সমস্যা, ক্লান্তি, দ্বিধার কারণে তাঁর কথার মধ্যে অসঙ্গতি ছিল। গুণতিলক পুলিশকে সব রকম ভাবে সাহায্য করেছেন বলেই মনে করছেন বিচারপতি।

অস্ট্রেলিয়াতেই এত দিন ছিলেন গুণতিলক। তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখা হয়েছিল। কিন্তু নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর তাঁর পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে শ্রীলঙ্কায় ফিরতে বাধা নেই গুণতিলকের। তিনি বলেন, তবিচারপতি যা বলার বলে দিয়েছেন। আমার এই সময়ের মধ্যে যারা আমার পাশে ছিলেন, তাঁদের ধন্যবাদ। এই ১১ মাস আমার জীবনের সব থেকে কঠিন সময় ছিল।দ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাঝে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার গুণতিলকের উপর। ইংল্যান্ডের কাছে হারের দিন ভোররাতে সিডনির হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল গুণতিলককে। তাঁকে গ্রেফতার করে নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ। পর দিন তাঁকে ছাড়াই দেশে ফিরেছিল গোটা দল। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের চারটি ক্ষেত্রে অভিযোগ আনা হয়েছিল। সম্মতি ছাড়াই শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া ছাড়াও অভিযোগকারী মহিলার গলা টিপে ধরেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। সেই অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন গুণতিলক।

ভারতের বিশ্বকাপ দলে শেষ মুহূর্তে জায়গা করে নিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ দলে নেওয়া হল রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। চোট পাওয়া অক্ষর পটেলের জায়গায় দলে নেওয়া হল তাঁকে। বিশ্বকাপের আগে অক্ষরের চোট সারবে না। সেই কারণে অশ্বিনকে দলে নেওয়া হল। কুলদীপ যাদব এবং রবীন্দ্র জাডেজার সঙ্গে তৃতীয় স্পিনার হিসাবে দলে এলেন অশ্বিন।

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন অক্ষর। হাতের সেই চোট এখনও সারেনি বাঁহাতি স্পিনারের। সেই কারণে তাঁর জায়গায় ডানহাতি স্পিনার অশ্বিনকে নেওয়া হল। জাডেজা এবং কুলদীপও বাঁহাতি স্পিনার। অশ্বিন দলে আসায় বৈচিত্র বাড়ল ভারতীয় বোলিং আক্রমণের।

এশিয়া কাপের দলে ছিলেন না অশ্বিন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তাঁকে দলে নেওয়া হয়। দেড় বছর পর এক দিনের দলে ফেরানো হয় তাঁকে। অশ্বিন সেই সিরিজ়ে চারটি উইকেট নেন। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে তিন উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। অশ্বিনকে তার পর দলে নেওয়ার জন্য দাবি উঠতে শুরু করে। একই ধরনের তিন জন স্পিনারকে বিশ্বকাপের দলে রাখা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। অক্ষরের জায়গায় অশ্বিনকে ১৫ জনের দলে নেওয়ায় সমর্থকেরা খুশিই হবেন।

বিশ্বকাপে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মা। তাঁর সহকারী হিসাবে থাকছেন হার্দিক পাণ্ড্য। ভারতীয় দলে ওপেনার হিসাবে থাকছেন শুভমন গিল এবং রোহিত। তিন নম্বরে থাকবেন বিরাট কোহলি। মিডল অর্ডার সামলাবেন শ্রেয়স আয়ার, লোকেশ রাহুল, সূর্যকুমার যাদব এবং ঈশান কিশন। প্রয়োজনে ওপেনও করতে পারেন ঈশান। অলরাউন্ডার হিসাবে হার্দিক ছাড়াও থাকছেন শার্দূল ঠাকুর এবং রবীন্দ্র জাডেজা। দুই স্পিনার অশ্বিন এবং কুলদীপ। পেস আক্রমণে থাকছেন মহম্মদ শামি, যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ সিরাজ।

৫ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে এ বারের বিশ্বকাপ। ভারতের প্রথম ম্যাচ ৮ অক্টোবর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে তারা। সেই ম্যাচ চেন্নাইয়ে। পরের ম্যাচ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত খেলবে ১৪ অক্টোবর। কলকাতায় ভারতের ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ হবে ৫ নভেম্বর। মোট ন'টি ম্যাচ খেলবে ভারত।

বাবরের চেয়ার টলমল, পাকিস্তান অধিনায়কের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ভারতের শুভমনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইসিসি ক্রমতালিকায় বিশ্বের সেরা ব্যাটার হিসাবে এক দিনের বিশ্বকাপে নামবেন বাবর আজম। কিন্তু বিশ্বকাপ শেষেও যে তিনি এক নম্বরই থাকবেন তা নিশ্চিত নয়। কারণ, পাকিস্তানের অধিনায়কের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছেন ভারতের শুভমন গিল। দু'জনের মধ্যে পয়েন্টের পার্থক্য ক্রমশ কমছে। তাই বিশ্বকাপ চলাকালীনই বাবরকে টপকে যেতে পারেন শুভমন।

আইসিসি ক্রমতালিকায় এক নম্বরে থাকা বাবরের পয়েন্ট ৮৫৭। দ্বিতীয় স্থানে থাকা শুভমনের পয়েন্ট ৮৪৭। অর্থাৎ, মাত্র ১০ পয়েন্টের পার্থক্য দু'জনের মধ্যে। বিশ্বকাপের মধ্যে সেই পার্থক্য মুছে যেতে পারে। এক নম্বরে উঠে আসতে পারেন শুভমন। তৃতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার রাসি ভ্যান ডার ডুসেনের থেকে প্রথম দুইয়ের তফাত অনেক। ভ্যান ডার ডুসেনের পয়েন্ট ৭৪৩। অর্থাৎ, শুভমনের থেকে ১০০-র বেশি পয়েন্টে পিছিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার। তাঁর আপাতত এখন কোনও সম্ভাবনা নেই প্রথম দুইয়ে আসার।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভাল খেলেছেন শুভমন। প্রথম দু'টি ম্যাচেই ছন্দে ছিলেন তিনি। প্রথম ম্যাচে ৭৪ ও দ্বিতীয় ম্যাচে ১০৪ রান করেছেন তিনি। ইন্দোরে শতরান করে নজির গড়েছেন শুভমন। এক বছরে ষষ্ঠ শতরান হয়েছে তাঁর। দু'টি ম্যাচে ১৭৮ রান করায় পয়েন্ট আরও বেড়েছে শুভমনের। ফলে বাবরের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়েছেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজ়েই বাবরকে টপকে যাওয়ার সুযোগ ছিল বাবরের। তার জন্য তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে ২০০ রান করতে হত শুভমনকে। এক দিনের ক্রিকেটে তা অসম্ভব নয়। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয় শুভমনকে। তার ফলে এক নম্বর হিসাবে বিশ্বকাপে খেলতে নামবেন বাবরই।